



রাজ্য জুড়ে পালিত হল জাতীয় ভোটার দিবস। তারই অঙ্গ হিসাবে ভূগলি জেলার হরিপাল ব্লকে একাধিক কর্মসূচি পালন করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩



কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে দুই পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফের জওয়ানরা। ...বিস্তারিত পাতা ৫



এটা ঠিক কোনো শ্লোগান নয়, গান। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই গানকেই শ্লোগানে রূপান্তরিত করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। ...বিস্তারিত পাতা ৬



কে বলবে তাঁর বয়স ৪৩! কোর্টে নামলেই যেন এক ধাক্কায় ‘বুড়ো’ রোহন বোপালা হয়ে যান তরুণ তুর্কি। চলে গেলেন অস্ট্রেলিয়া ওপেনের ফাইনালে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

প্রজাতন্ত্র দিবস



আজ ২৬শে জানুয়ারি। ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সকলকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও হার্দিক অভিনন্দন। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আজ দুরন্ত বার্তার সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই আগামী কাল (শুক্রবার) পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। শনিবার থেকে পুনরায় সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। -সম্পাদক

জামিনের আবেদন মঞ্জুর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ২৫ জানুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ কোচবিহারের সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে কোচবিহারের দিনহাটায় গুলি চালানোর একটি ঘটনা সংক্রান্ত মামলায় নাম জড়ায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের। নিম্ন আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এরপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মন্ত্রী। সার্কিট বেঞ্চে চলছিল মামলার শুনানি। এরপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চেই মামলার শুনানির নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার সার্কিট বেঞ্চার ডিভিশন বেঞ্চ আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে এবং পনেরো দিনের মধ্যে তাঁকে নিম্ন আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালে কোচবিহারের দিনহাটায় এক ব্যক্তির উপর গুলি চালানো হয়। অভিযোগ ওঠে, ওই ব্যক্তিকে গুলি চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন নিশীথ। তারপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে



খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশের কাছে। দীর্ঘসময় ধরে চলে মামলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও বিস্তার চাপানউতর শুরু হয়। কিছুদিন আগেও এই মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মাঠে নামে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রেত্তারের দাবিতে তারা বিক্ষোভ করেন। সামনেই লোকসভা নির্বাচন তার আগে তাই এই ইস্যুকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সুবিধা তুলতে উঠেপড়ে লাগে তৃণমূল কংগ্রেস। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে সেগুড়ে বালি তৃণমূল কংগ্রেসের এই পদক্ষেপে। এই প্রসঙ্গে সিআই কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মণ বসুনিয়া বলেন, “বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। জামিন সাময়িক এরপর বিচার হবার সময় দি সে অপরাধী হয় তাহলে অবশ্যই তিনি গ্রেফতার হবেন। আমরা চাই দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাক।” অপরপক্ষে দিনহাটার বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন, “এই মামলা মিথ্যা মামলা সে কারণেই আদালত জামিন দিয়েছে আগামী দিনে আদালতেই প্রমাণ হবে আসল দোষী কারা। তখন দুধকা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে।” সামনেই লোকসভা নির্বাচন। সুত্রের খবর অনুযায়ী এবারও কোচবিহার থেকে বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের আদালতের এই রায় কিছুটা হলেও ব্যাণ ফুটে ফেলল তৃণমূল কংগ্রেসকে।

ক্রীড়াবিদদের জন্য সম্মাননা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ ধনধান্য অডিটোরিয়ামে খেলাশ্রী প্রকল্পে আওতায় বিভিন্ন ক্রীড়াবিদদের বৃহস্পতিবার সম্মানিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসারদের শৌর্য পদকে সম্মানিত করেন তিনি। পাশাপাশি ১৫৬৭ জন বাংলার বিশিষ্ট প্রাক্তন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, যারা জাতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে মাসিক সাম্মানিক হিসেবে ভাতা প্রদান প্রকল্পেরও আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। ৭২ জনকে সম্মাননা জানান মাননীয়া। তবে মোট ৩২২ জন ক্রীড়াবিদকে সম্মাননা জানানো হবে। ন্যাশনাল গেমস, এশিয়ান গেমস, ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক্সে কৃতি ৩২২ জন ক্রীড়াবিদকে আজ প্রায় ৬ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকার

সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল। উল্লেখ্য বাংলার সরকার খেল সম্মান, বাংলার গৌরব, ক্রীড়াগুরু, জীবনকৃতি পুরস্কারের মত না না সম্মান প্রদান করে থাকে। এখনও পর্যন্ত ৪৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। মাননীয়া এদিন অনুষ্ঠান থেকে ঘোষণা করেন ১৫৬৭ জন বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে সাম্মানিক যাবে। আজ থেকেই তা চালু হয়ে গেছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা এই সাম্মানিক পাবেন। চার মাসের সাম্মানিকও আজ চলে যাবে তাঁদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বক্তব্য রাখার সময় জানানেন, পর্বতারোহীদের জন্য কী কী ব্যবস্থা করেছে তাঁর সরকার। বলেন, “এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহীদের জন্য চালু করা হয়েছে রাখানাথ শিকদার- তেনজিং



নোরগে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড। মহিলা পর্বতারোহীদের জন্য চালু করা হয়েছে ছন্দা গায়েন সাহসিকতা পুরস্কার।” সেই

সময়ই বাংলার থেকে এভারেস্টজয়ীদের সংখ্যা জানানেন মমতা। বাংলার ২১ জন পর্বতারোহী এভারেস্ট জয় করেছেন।

একইসঙ্গে বলেন, “অথচ স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সংখ্যাটা ছিল মাত্র চারজন। আমাদের মাত্র ১২ বছরে সংখ্যাটা ২১ জন হয়েছে।” এর সাথে সাথে তিনি আরো বলেন, “অনেক ক্রীড়াবিদকে আমরা পুলিশে চাকরি দিয়েছি। বিশেষ করে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া এলাকার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর জগতে নিয়ে আসার জন্য, জঙ্গলমহল কাপ, সেকত কাপ, রাঙামাটি কাপ, সুন্দরবন কাপ-সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আমরা করি। রানার্স ও উইনার্সদের পুলিশে চাকরি দিই। ইতিমধ্যেই সরকার প্রায় ৪,৩০০ জন খেলোয়াড়কে চাকরি প্রদান করেছে।”

প্রসঙ্গত, কিফা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ঘুরে দেখে বলে গিয়েছিল, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াঙ্গন। এছাড়াও বাঙালি তথা কলকাতা মাঠের গর্ব ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডানকেও সরকার বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। তাদেরও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রায় ২৮ কোটি টাকা সাহায্য প্রদান করেছে রাজ্য সরকার। এদিন কর্মসূচি শুরুর আগে প্রেক্ষাগৃহে কিছু ক্ষণ নিজেও খেলেন মমতা। তাকে প্রথমে ফুটবল হাতে ঘুরতে দেখা যায়। বল নিয়ে একাই খেলাছিলেন তিনি। বলটি মেরেতে ছুড়ে ছুড়ে ‘বউঙ্গ’ করাচ্ছিলেন বার বার। কিছু ক্ষণ পরেই ক্রিকেটের ব্যাট হাতে তুলে নেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বার ‘মাঠে’ নামেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরুণাও। ‘ব্যাটার’ মমতার সামনে তাঁকে ‘বোলারের’ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ক্রিকেটের বল তিনি মমতার এক হাতে ব্যাট থাকলেও তিনি সম্ভবত অন্য দিকে তাকিয়েছিলেন। তাই বলটি ‘মিস’ করেন। পরে হিস্কিট নিয়েও তাঁকে খেলতে দেখা গিয়েছে।



সংসদ ভারত
Government of India

প্রত্যেক দেশবাসীকে

75^{তম}

সাধারণতন্ত্র দিবসে

হার্দিক শুভেচ্ছা

আজকের এই সময় হল ভারতের উন্নয়নের অমৃতকাল। ভারত আজ যুবশক্তির এক পরিপূর্ণ আধার, শক্তিতে কানায় কানায় ভরপুর। আজ আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে যেখানে আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস আগামী এক হাজার বছরের জন্য ভারতের ভিত্তি সুদৃঢ় করবে।

নরেন্দ্র মোদী



কর্তব্যপথ থেকে সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার সকাল ৯টা থেকে দূরদর্শন নেটওয়ার্কে

cbc 2220/13/0231/2324

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের হাতে রাম মন্দিরের রেপ্লিকা তুলে দিলেন মোদি



‘বোগাস যুক্তি’, মাধ্যমিকের সময় বদলানোয় রাজ্যকে ভর্তসনা হাইকোর্টের



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ পরীক্ষা শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগেই নতুন সময় নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। দুপুর ১২টার বদলে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে পরীক্ষা শুরুর কথা জানানো হয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করেই মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় রাজ্যের যুক্তি শুনে ভর্তসনা করলেন বিচারপতি বিশুজিৎ বসু। বিজ্ঞপ্তিতে সঠিক কারণ কেন জানানো হল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। তবে সময় পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি আদালত। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তি বাড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। বিচারপতি বসু এদিন বলেন, সময় পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত নয়, তবে এখন এটা পরিবর্তন করতে বললে, নতুন সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাতে আরও বিভ্রান্তি বাড়তে পারে। বিচারপতি রাজকে প্রশ্ন করেন, “হঠাৎ পরীক্ষা শুরুর ১৫ দিন আগে কেন এই সময় পরিবর্তন করা হল?” উত্তরে রাজা জানায়, “রাস্তার যানজট।” এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, “বোগাস যুক্তি। হঠাৎ এই বছর, এই সময়ে আপনাদের এটা মনে পড়ল কেন? এইসব ফালতু যুক্তি দিয়ে আপনাদের কর্তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।”

রাজীব কুমারের ভর্তসনার মুখে বর্ধমানের এসপি, এত ক্যাজুয়াল কেন, প্রশ্ন ডিজির



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ বুধবার পূর্ব বর্ধমান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর মাথায় চোট লেগেছে, এই ঘটনায় মরেও যেতে পারবেন। বৃহস্পতিবার এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সব জেলার পুলিশ সুপার ও বিভিন্ন কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সেই বৈঠকে পূর্ব বর্ধমানের এসপি আমানদীপ ভর্তসনার মুখে পড়েন ডিজি। সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বুধবারের ঘটনা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পুলিশ সুপার ও বিভিন্ন কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, “এত ক্যাজুয়াল কেন, সিরিয়াস হন। বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারত।” তার কথায়, একজন ডিভিআইপি যে রাস্তা দিয়ে আসছেন সেই রাস্তায় অন্য একটি গাড়ি ঢুকে পড়ল। এটা গোটা বিষয়টিকে ক্যাজুয়ালি নেওয়ার ফল। রাজীব কুমারের নির্দেশ, এমন কোনও ডিভিআইপি আসার আগে নিজেদের মধ্যে একপ্রস্ত আলোচনা করতে হবে, রুট ম্যাপ ঠিক করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সিকিউরিটি ডিরেক্টর তথা সিনিয়র আইপিএস অফিসার পীযুষ পাণ্ডেও ছিলেন বলে খবর।

‘বাংলায় জোট না হওয়ার কারণ অধীর চৌধুরী’, এবার বিস্ফোরক দাবি ডেরেকের



নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারিঃ কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলায় কোনও জোট নয় বলে একদিন আগেই অবস্থান স্পষ্ট করে ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই জোট না হওয়ার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরাসরি দায়ী করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। আজ, বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীকে কাঠগড়ায় তুলে ডেরেক জানিয়ে দেন, বাংলায় দুই দলের জোট না হওয়ার জন্য একমাত্র দায়ী অধীর চৌধুরী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের ঠিক পরদিন ডেরেকের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এদিকে আজ, কোচবিহারে ঢোকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। কিন্তু মাঝপথেই কর্মসূচি স্থগিত রেখে নয়াদিল্লি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। এটা একটা সেটব্যাক অধীর চৌধুরীদের কাছে। তার উপর ডেরেক ও’ব্রায়েনের দোষারোপ আরও চাপ বাড়াল বহরমপুরের সাংসদের উপর বলে মনে করা হচ্ছে। এই রাজ্যে একলা চলার কথা আগেই বলেছেন মমতা

জয়পুর, ২৫ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করবে ভারত। আর এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। বৃহস্পতিবার বিকালেই তিনি দেশে এসে পৌঁছেছেন। জয়পুরে তাঁকে স্বাগত জানান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা। তারপর তাঁর সঙ্গে রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। রোড শোয়ের পর দেশে ‘ইতিহাস’ সৃষ্টি করা অযোধ্যার রাম মন্দিরের রেপ্লিকা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই ভিডিয়ো বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভাইরাল ভিডিয়োটতে

সাধারণতন্ত্র দিবসের ভাষণে রাম মন্দিরের প্রসঙ্গ টানলেন রাষ্ট্রপতি মুরু

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করবে ভারত। রীতি মেনে বৃহস্পতিবার সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরু। আর তাঁর সাধারণতন্ত্র দিবসের ভাষণে উঠে এল অযোধ্যার রাম মন্দির। রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, “এটি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সময়কাল।” এদিন দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কাপুরি ঠাকুরের কথারও তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরু। সমাজের উন্নয়নে ও জনকল্যাণে কাপুরি ঠাকুরের অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান



এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, “চলতি সপ্তাহের গোড়ায় আমরা নতুন রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে দেখেছি, যা ঐতিহাসিক।” মহিলাদের

পর্ষন্ত রোড শো করেন। সেখানেই হস্তশিল্পের সামগ্রী কেনার সময় ইউপিআই সিস্টেমও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে বোঝান প্রধানমন্ত্রী। তারপর তাঁর হাতে রাম মন্দিরের রেপ্লিকা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রসঙ্গত, গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশ-বিদেশের প্রায় ৮ হাজার অতিথি উপস্থিত হয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। এই রাম মন্দিরের উদ্বোধন দেশে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের পাশাপাশি গোটা বিশ্বের কাছেও অন্যতম নজির হয়ে উঠেছে এই রাম মন্দির ও রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

অগ্রগতির কথাও সংসদের মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টিও এদিন সাধারণতন্ত্রের ভাষণে তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরু। মহিলাদের ক্ষমতা প্রদানব শাসন প্রক্রিয়াকে আরও ভাল করতে সাহায্য করবে বলেও জানান তিনি। এছাড়া দেশের বিজ্ঞানীদের তৃপ্তি প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি জানান, দেশ এক উচ্চ পর্যায়ে আসীন হয়েছে। ভারতকে ‘গণতন্ত্রের জননী’ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরু বলেন, “দেশ এখন অমৃতকালের সূচনায় রয়েছে। এটা পরিবর্তনের সময়। দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমরা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।”

নীতীশ কি আবার বিজেপিতে ফিরছেন? জোটের টালবাহানার মাঝেই নয় জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারিঃ গত ১৩ জানুয়ারি ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক পদের জন্য নীতীশ কুমারকেই বেছেছিলেন জোটের নেতৃত্বরা। সিনিয়র সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সভাপতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজধানী দিল্লির রাজনৈতিক মহলে রোজ জল্পনা, ইন্ডিয়া জোট থেকেই বেরিয়ে যেতে পারেন নীতীশ। এমনকী তিনি ফের বিজেপির হাত ধরতে পারেন বলেও কোনও কোনও মহলের তরফে দাবি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে এখনও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ কিম্বা বন্দোননি। তবে জোটের অন্দরে বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বাংলায় তৃণমূল একলা লড়বে বলে গত বুধবারই জানিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার দেখানো পথ অনুসরণ করে বৃহস্পতিবার পঞ্জাবের আপ নেতৃত্বও জানিয়ে দিয়েছে, সে রাজ্যে তাঁরা এককভাবেই লড়বে। গোটা ঘটনাকে ঘিরে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা



রয়েছে ৭২ বছর বয়সি নীতীশ কুমারের। রাজ্যে নিজের তখত অটুট রাখলেও সর্বভারতীয়স্তরে কখনও মহাজোট কখনও বা এনডিএ-র সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছেন তিনি। সেক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তে তিনি জোট ছেড়ে বেরিয়ে

বিজেপির হাত ধরলে তাতে অস্বাভাবিক কিছু হবে না বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। কিন্তু আচমকা কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হল? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বিহারে নীতীশ বনাম লালুর ‘গাভা লড়াই’ সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি রাজবংশীয় রাজনীতি নিয়ে তা আরও জটিল হয়েছে। রাজবংশী রাজনীতি সম্পর্কে প্রকাশ্যেই নীতীশের মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন লালু কনয়া। তার ওপর জোটের আসন ভাগাভাগি নিয়ে অযথা সময় নষ্টের ঘটনায় নির্যাস কিছু প্রতিবর্তিত অভাব রয়েছে বলেও ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন নীতীশ। অর্থাৎ জোট গঠন হলেও জোটের কার্যকলাপে খুব একটা খুশী নয় প্রবীণ এই রাজনীতিক। তার ওপর বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো যাত্রার আমন্ত্রণেও হাজির হননি তিনি। সব মিলিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর শিবির বদল নিয়ে জল্পনা ফুটেছে রাজধানীর রাজনীতি।

বাংলায় পা রেখেই দিল্লি ফিরলেন রাহুল গান্ধি! আচমকাই ন্যায় যাত্রায় কাটছাট

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ জানুয়ারিঃ কংগ্রেসের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল বৃহস্পতিবার সকালে আসন থেকে বাংলায় প্রবেশের পরে তাঁর ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’র দিনভর কর্মসূচির নির্ধক্ট। কিন্তু কোচবিহারের বক্সীরহাটে সংক্ষিপ্ত সভা এবং জেলাসভার ‘রোড শো’ করেই ‘গুরুত্বপূর্ণ কারণে’ দিল্লি রওনা হয়ে গেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। যদিও তাঁর আচমকা দিল্লি যাত্রার কারণ সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। তবে কংগ্রেস রাজনীতির পরিচিত ধর্ম মেনে দলের ভিতরে-বাহিরে এ নিয়ে প্রভুত জল্পনা শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, আবার ২৮ তারিখ অর্থাৎ আগামী রবিবার বাংলায় ফিরতে পারেন রাহুল। সে ক্ষেত্রে রাহুলের যাত্রা থেকে বাদ পড়তে পারে উত্তরবঙ্গের দুই জেলা, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের একটি অংশ। অসমের সীমানা পেরিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ বাংলায় পৌঁছয় রাহুলের ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’। কোচবিহারের বক্সীরহাটে তাঁকে স্বাগত জানান প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী, বাংলায় কংগ্রেসের টিমের প্রধান পূজা রায়চৌধুরী, এআইসিসি সদস্য বিশিষ্ট স সরকার-সহ নেতাকেন্দ্রী। অধীরের হাতে আনুষ্ঠানিক পতাকা হস্তান্তরপর্বও হয়। বক্সীরহাটে সংক্ষিপ্ত

সভার পরে তৃফানগজে প্রাত্রাশ করতে যাওয়ার কথা ছিল রাহুল এবং তাঁর যাত্রাসঙ্গীদে। রাতে থাকার কথা ছিল কুমিল্লায়। কিন্তু তাঁরা সরাসরি কোচবিহার শহরের উদ্দেশে রওনা হন। বৃহস্পতিবার



কোচবিহার সদর মহকুমার খাগড়াবাড়ি, মা ভবানী এলাকায় পদযাত্রা করার কথা ছিল প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির। কিন্তু সময় সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে কোচবিহার শহর এবং সন্নিহিত এলাকার রেলগুম্ফা, মা ভবানী, সদর বাজার, রাজবাড়ি গেট, খাগড়াবাড়ি হয়ে রাজারহাট কংগ্রেসের টিমের প্রধান পূজা রায়চৌধুরী, এআইসিসি সদস্য বিশিষ্ট স সরকার-সহ নেতাকেন্দ্রী। অধীরের হাতে আনুষ্ঠানিক পতাকা হস্তান্তরপর্বও হয়। বক্সীরহাটে সংক্ষিপ্ত



নন্দনে দশম কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন শিশুশিল্পী ওঙ্কিতা খাওয়াস, উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পরিচালক অমল গুপ্ত, পরিচালক সৌরভ রাই, শিশু কিশোর একাডেমীর সভাপতি অর্পিতা ঘোষ, নন্দনের সিইও শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী, সচিব শান্তনু বসু প্রমুখ।

নজিরবিহীন এজলাস! বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে বেনজির আক্রমণ করলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ মেডিক্যাল দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে বেনজির সংঘাত। বিচারপতি সৌমেন সেনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মেডিক্যাল ভর্তিতে বেনিয়ম, তাতে সিদ্ধল বেঞ্চের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ আর বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে তা খারিজ-এই সংক্রান্ত টানাপোড়েনের মাঝে বৃহস্পতিবার নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা হাইকোর্ট। বিষয়টির সূত্রপাত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে মেডিক্যাল ভর্তিতে বেনিয়ম সংক্রান্ত একটি মামলা আসে। তাতে বুধবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সে দিনই রাজা তা মৌখিকভাবে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি সৌমেন সেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে অন্তত্বী স্থগিতাদেশ দেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সেই নির্দেশ মানতে চাননি।



বিচারপতির দাবি, তাঁর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের কোনও লিখিত আকার ছিল না। নিজের নির্দেশেই অনড় থাকেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআই-কে এফআইআর করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই-এর এফআইআর খারিজ করে দেন। এখানেই সূত্রপাত। ডিভিশন বেঞ্চে এই নির্দেশ দেওয়ার পরই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তাঁর এজলাসে বসে স্পষ্টতই বলেন, বিচারপতি সৌমেন সেনের এই রায় রাজনৈতিক মদতপুষ্ট। তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক স্বার্থেই বিচারপতি সৌমেন সেন এই নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়েই বেশ কয়েকটি ঘটনা পরস্পরার কথা উল্লেখ করেন তিনি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বড়দিনে ছুটির আগে তিনি বিচারপতি সিনহাকে ডেকেছিলেন। এবং কী কথা হয়েছিল, সেই ঘটনাক্রম ভরা এজলাসে উল্লেখ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, বিচারপতি সৌমেন সেনের যা রায় কিংবা তাঁর যা কার্যপ্রণালী তা একেবারে রাজনৈতিক স্বার্থে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে। বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন বিচারপতি সৌমেন সেন। কেনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনের বিরুদ্ধে ইম্পিচমেন্টের প্রক্রিয়া শুরু করবেন না, সে প্রশ্নও তোলেন। বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে যেভাবে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, তা তিনি লিপিবদ্ধও করার নির্দেশ দেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় রেজিস্ট্রার অব জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছেন, এই রায়ের কপি যেন চিফ জাস্টিস অব ইন্ডিয়ায় পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে একাধিক মামলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। তা নিয়েও একাধিকবার এর আগে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে। কিন্তু এদিন কলকাতা হাইকোর্ট যে শুনানির সাক্ষী থাকল, তা ছাপিয়ে গেল সব কিছুকেই। সিবিআইকে দ্রুত এই মামলায় তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণের শঙ্করাচার্যের মঠে প্রশাসনিক রদবদল, সরলেন সিইও

বেঙ্গালুরু, ২৫ জানুয়ারিঃ পদ্মশ্রী প্রাপক ডিআর গৌরীশঙ্করকে শূঙ্গের শারদা পীঠের সিইও তথা প্রশাসক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তাঁর বদলে এই পদের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন মঠের দীর্ঘদিনের সোবাহিত, পিএ মুরলী। ১৯৮৬ সালে শারদা পীঠের ৬৫তম জগগুরু শঙ্করাচার্য অভিবাব বিদ্যার্থী মহাস্বামীজির নির্দেশে এই পদের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ডিআর গৌরীশঙ্কর। পরের চার দশকে শঙ্করাচার্যের নির্দেশ মেনে দক্ষ হাতে মঠের সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। মঠের উন্নয়নেও অনেক পদক্ষেপ করেছেন। এদিন এই পদ থেকে তিনি সরলেন বটে, তবে মঠের কাজ থেকে সরছেন না তিনি। এরপরও, নয়া সিইও তথা প্রশাসক, পিএ মুরলীর মূখ্য উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন তিনি। গত চার দশকে মঠে তাঁর অবদানের জন্য, তাঁকে সংবর্ধন জানানোর পরিকল্পনাও করা হয়েছে শূঙ্গেরী শারদা পীঠের পক্ষ থেকে। ১২ ফেব্রুয়ারি, জগগুরু বিশ্বশেখর ভারতী সন্নিধনমের নবম সন্মাস স্মারক বার্ষিকী উপলক্ষে মঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেখানেই সংবর্ধনা জানানো হবে ডিআর গৌরীশঙ্করকে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শূঙ্গেরী মঠের সমস্ত শাখা এবং মঠের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংগঠনের প্রধানদের। ১২০০ বছর আগে ভারতের চার দিকে, চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন আদি শঙ্করাচার্য। এই চার মঠের প্রধানরাই শঙ্করাচার্য নামে পরিচিত। সম্প্রতি রাম জন্মভূমি মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া নিয়ে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল এই চার শঙ্করাচার্যের নাম।

রাশিফল
মেঘ রাশিঃ চাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব হবে।
বৃষ রাশিঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ।
মিথুন রাশিঃ আপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন।
কর্কট রাশিঃ রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
সিংহ রাশিঃ উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন।
কন্যা রাশিঃ প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন।
তুলা রাশিঃ আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখুন।
বৃশ্চিক রাশিঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে পারবেন।
ধনু রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পুরিগ্রাণ পেতে পারেন।
মকর রাশিঃ আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ রাশিঃ রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন।
মীন রাশিঃ অসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমাযুক্ত করে তুলুন। দৃশ্চস্তার অনুপস্থিতি এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে বালি পৌরসভার গেটে থিক্কার সভা

শ্রেয়া আদক, বালি, ২৫ জানুয়ারিঃ গত ২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারী তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে বালি পৌরসভা চলো অভিযান মিছিলের উপর সিপিএম আশ্রিত দুষ্টুতি বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে বৃহস্পতিবার ২৫শে জানুয়ারী, ২০২৪ দুপুর ২টায় বালি পৌরসভার গেটে এক থিক্কার সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায়। এছাড়াও কৈলাশ মিশ্র, পল্টু বণিক, রিওয়াজ আহমেদ, রেখা রাউত, সৃষ্টিধর ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়ার ফাঁসিতলার ঘটনায় শান্তি বজায় রাখার আহ্বান মন্ত্রী অরুণ রায়ের

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জানুয়ারিঃ হাওড়ার ফাঁসিতলা এলাকায় বুধবার রাতের ঘটনায় সকলের কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানেন রাজ্যের মন্ত্রী অরুণ রায়। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব সকলের। দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে অনুরোধ। শান্তি বজায় রাখার। হাওড়াবাসী সবসময় শান্তি বজায় রেখেছে। এবারও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হবে, শান্তি বজায় থাকবে এটাই আশা করব। বিজেপির মুখপাত্র শমীক উদ্ভার্য্য এদিন এক সাংবাদিক বেঁচেও বলেন, বুধবারের ঘটনায় দুষ্টুতরা মারধর করে। চলে ইউটিভি। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত, রাতের ঘটনার পর হাওড়া ময়দান এলাকায় বৃহস্পতিবার দোকানপাট, বাজার বন্ধ ছিল। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

বারুইপুরে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

দূরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৫ জানুয়ারিঃ বুধবার রাতে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। চুরিতে বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত এক এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। বুধবার গভীর রাতে বারুইপুর থানার অন্তর্গত ধপধপি রেল স্টেশনের পাশেই একটি সোনার দোকানে শাটার ভেঙে চুরি করছিল দুষ্টুতী দল। আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে এলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুষ্টুতীর দল। দুষ্টুতীর দলকে পালানোয় বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় ১ জন গ্রামবাসী। সোনার দোকানের মালিক শম্ভু ঘোষ জানান, প্রায় এক কেজি রুপোর গহনা ও ১৫ গ্রাম সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্টুতী দল। যারা আনুমানিক বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।আর এই ঘটনায় এলাকায় রয়েছে চাপা আতঙ্ক।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বারুইপুর থানার পুলিশ।বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ীরা বারুইপুর থানার পুলিশের কাছে টহলদারির দাবি জানিয়েছেন।

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে মট্রো রেল চালাবে ছুটির দিনের মত

দূরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৫ জানুয়ারিঃ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে মট্রো রেল ছুটির দিনের মত ট্রেন চালাবে। ট্রেন চলাচলের সময় অপরিবর্তিত রেখে নর্থ সাউথ করিডরে কবি সুভাষ ও দক্ষিনেশ্বরের মধ্যে আশ ও ভাউনে ২৬৪টি ট্রেন চালানো হবে বলে আজ মট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের শিয়ালদা ও সেক্টর ফাইভের মধ্যে ১২০টি ট্রেন চালানো হবে। তবে জেকো তারাতলা রুটে ট্রেন চালাচল বন্ধ থাকবে।

রাজ্যের রাজস্ব আদায় এক হাজার কোটি টাকা ছুঁতে চলেছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকারের নতুন বালি খাদান নীতির সুবাদে লন্ডি আর্থিক বছরে এই খাতে রাজ্যের রাজস্ব আদায় এক হাজার কোটি টাকা ছুঁতে চলেছে। ২০২১ সালের জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অবৈধ বালির কারবার ও তার কারণে হওয়া পরিবেশের ক্ষতি আটকাতে বালি খাদান সংক্রান্ত নতুন নীতি প্রণয়ন করেন। এই নীতি প্রণয়নের আগে বালি খাদান থেকে রাজ্যের বার্ষিক কর আদায় ছিল গড়ে বার্ষিক ১৫০ কোটি টাকা। নতুন নীতি প্রণয়নের ফলে বালি খাদানের অনুমতি দান, নিলাম সহ সমগ্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এসেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এর পরে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে খাদান থেকে বালি তোলা এবং এবং পরিবহন খাতে রায়লাটি ও সেস বাবদ রাজ্য সরকার ৪০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে ।

সরকারের নতুন নীতি অনুযায়ী খাদানের নিলাম ও বালি তোলা ও পরিবহন সংক্রান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে করার পরে এ পদক্ষেপ ৬০ লাখের বেশি ই চালানে তৈরি করা হয়েছে। রেল এবং সড়কপথে আন্তরাজ্য বালি পরিবহনের অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়াও অনলাইনে আনা হয়েছে। বালি খাদান গুলির ওপরে নজরদারি আরও মজবুত হয়েছে। এর ফলে, রাজ্যে অবৈধভাবে বালি পাচার বন্ধ হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বেড়েছে বলে নিগমেসের সূত্রে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে নতুন বালি খাদান নীতির আওতায় খাদান নিলাম করে আগামী পাঁচ বছরে ১১০০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় হবে বলে অনুমান রাজ্য সরকারের। যা ওই খাদান গুলি থেকে প্রাপ্য রায়লাটি সেস ও রাজস্বর থেকে অনেক বেশি। ১১৫৪ হেক্টর এলাকায় বিস্তৃত শতাধিক বালি খাদান নিলাম করার মধ্য দিয়ে এই রাজস্ব আদায় করা হবে বলে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্ম দিবস পালন, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পদযাত্রা

বনস্পতি দে , উত্তরপাড়া হুগলি, ২৫ জানুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্মদিন এই জন্মদিন উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে উত্তরপাড়া জয় কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্ম দিবস পালন করা হলো । বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মধুসূদন দত্তের মর্মর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্থী নিবেদন করলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঋষি অরবিন্দর মূর্তিতে মালা দিলেন। এদিন উত্তরপাড়ার বেশ কিছু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এক বড় পদযাত্রা হল ছাত্র-ছাত্রীরা সামনে বানান ধরে প্লাকার্ড নিয়ে পদযাত্রা শুরু করলো লাইব্রেরী সামনে জিটি রোড দিয়ে চললো এই পদযাত্রা। প্রায় হাফ

কিলোমিটার দূরে উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে পদযাত্রা গিয়ে আবার লাইব্রেরীতে ফিরে আসে। এই পদযাত্রায় শামিল হলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও বেশ কিছু

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৪ উদযাপিত হাওড়া জেলায়

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জানুয়ারিঃ ২৫শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলায় জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৪ উদযাপিত হলো। শরৎ সদন সভাগৃহে এই নিয়ে এক কর্মসূচির পাশাপাশি এদিন ভোটার সচেতনতায় এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন সিগনোচার ক্যাম্পেন এবং নির্বাচনী ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক সূচনার মাধ্যমে জাতীয় ভোটার দিবসের সূচনা হয়। ভোটার শপথ ব্যাক পাঠের মাধ্যমে উপস্থিত নতুন ভোটাররা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এবছরের থিম ভোটার মতো কিছ নেই, ভোট আমি দেব তাই এর অঙ্গীকার করেন। জেলাশাসক নতুন ভোটারদের হাতে নতুন ভোটার কার্ড তুলে



দেন। জাতীয় নির্বাচনী আধিকারিকের বক্তব্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। প্রসঙ্গত, প্রবাদপ্রতিম কার্টুনিষ্ট পদ্মশ্রী নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্ট শিশুপ্রিয় কার্টুন চিত্র বাঁটল দ্য গ্রেটকে এবার হাওড়ার নির্বাচনী ম্যাসকট করা হয়েছে। নির্বাচন আয়োগ

উল্বেড়িয়া ১ এর বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, ভোমজুড় এর বিডিও গাঙ্গী দাস, বালি জগাছার বিডিও সঞ্জয় গুচ্ছাইত কে পুরস্কৃত করেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক ডা. পি দীপাপরিয়া। এছাড়া অতিরিক্ত নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক এবং বৃথন্তরীয়া অফিসারদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। জেলাশাসক পি দীপাপরিয়া বলেন, ভোট দেওয়া একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার, আপনি নির্ভয়ে ভোট দিন। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ডা. পি দীপাপরিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) ইউনিস রাইসেন ইসমাইল, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) আজহার জিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল আর জিতিন যাদব, হাওড়ার মহকুমা শাসক অমৃতা রায় বর্মন প্রমুখ।

ডানকুনিতে নিজের স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে, ধৃত অভিযুক্ত

দূরন্ত বার্তা, ডানকুনি হুগলি, ২৫ জানুয়ারিঃ অনেকক্ষণ থেকেই প্রতিবেশীদের কানে চিংকারের শব্দ যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই সবটা শব্দ হয়ে যাওয়ার কার্যত সন্দেহ হয় তাদের। তারপর উকিঝুকি মারতেই খোলসা হল সবটা। নিজের স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। গ্রেফতার অভিযুক্ত। হুগলি ডানকুনি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হিমনগরের ক্ষুদিরাম বসু পল্লী এলাকার। বুধবার দুপুর নাগাদ



পরিসরের মধ্যে প্রচুর মানুষ একসঙ্গে কোনো রকমে ট্রেনে ওঁড়ার এবং নামার চেষ্টা করছেন, তার ফলে অযথাই যাত্রীগণ বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন, কোন কোন

ক্ষেত্রে যা দুর্ঘটনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা কখনোই কান্ধিত নয়।

পূর্ব রেল সর্বদাই এই চেষ্টা করে, যেন প্রত্যেকটি যাত্রী নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন। স্টেশন চত্বরের মধ্যে রেলের অনুমোদিত দোকানগুলি একাধারে যেমন পণ্যের গুণগত মান রক্ষা করতে পারে না, অন্যদিকে অযথাই স্টেশন চত্বরের একটি অংশ অনধিকার দখলের মাধ্যমে যাত্রীদের

সমস্যা তৈরি করে। কাজেই যাত্রীদের কাছে অনুরোধ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্টেশন চত্বরে এই অনুমোদিত দোকানগুলি থেকে না কিনে অন্য কোন বিকল্প জায়গা থেকে ক্রয় করলে এই দুই সমস্যা থেকেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারো।পূর্ব রেলওয়ে, সবার কাছে, প্লাটফর্ম চত্বর বেআইনী দখল মুক্ত করে নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত সুগম করার অনুরোধ জানায়।

জাতীয় ভোটার দিবস পালন হরিপালে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলিঃ আজ রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস তারই অঙ্গ হিসাবে হুগলি জেলার হরিপাল ব্লকে একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হলো জাতীয় ভোটার দিবস। প্রথমে সকালে হরিপাল ব্লক থেকে হরিপাল কলেজ পর্যন্ত স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে সাইকেল যালির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হরিপাল ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পারমিতা ঘোষ ।

পাশাপাশি আজকের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়েই আরো দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এক মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা দুই জাতীয় ভোটার দিবস সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা। এছাড়াও নতুন ভোটার দের ভোটার সংবিধান সন্দেশে বাক্য পাঠ করানো হয়। ব্লক উন্নয়ন আধিকারি পারমিতা ঘোষ বলেন ভোটারদের মধ্যে ভোটার সচেতনতা বাড়াতেই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

গঙ্গারামপুরে তৃণমূলের বর্ধিত সভা, উপস্থিত রাজ্য তৃণমূলের এসসি ও ওবিসির সভাপতি

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ জানুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা দলীয় কার্যালয়ে দফায় দফায় চলছে সাংগঠনিক সভা। এমনত অবস্থায় বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য এসসি ও ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এসসি ও ওবিসি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে গঙ্গারামপুরে অবস্থিত জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল।

এইদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এসসি ও ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস মন্ডল, জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ ভাণ্ড্যাল, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান তোরাক



হোসেন মন্ডল, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী হেন্দ্রলতা হেমরম, গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি শংকর সরকার সহ তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা ও গঙ্গারামপুরের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সভাপতি ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ও গঙ্গারামপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মী-

সমর্থকরা। মূলত, আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে গঙ্গারামপুরে দফায় দফায় চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের বর্ধিত সভা। এইদিন এই সভাতে প্রত্যেকের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষ্যবী্য।

জয়নগর পি সি পাল স্কুলের আধুনিক মানের শৌচালয় উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৫ জানুয়ারিঃ শতাধিক প্রাচীন জয়নগর পি সি পাল ইনস্টিটিউশনের দীর্ঘদিনের চাহিদা মেনে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নব নির্মিত আধুনিক শৌচাগারের উদ্বোধন করলেন বৃহস্পতিবার জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ।এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তথা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার কাউন্সিলার চিন্ময় দে, পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রবীন্দ্র হালদার ,জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ ,বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক অনূপ মুখার্জি ,প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা ,ছাত্রছাত্রী,এলাকার বহু শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ,ছাত্রছাত্রীরা ,ছাত্রছাত্রীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিন্ময় দে । উদ্বোধনী সংগীতের পর একে একে সভায় উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। এরপর স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনূপ মুখার্জি তাঁর স্বাগত ভাষণে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e- TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (W/S)/GRU, KMC invites tender online percentage two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/140/019 (1 st Call)
Name of the Work : Development of water supply network by laying 100mm dia water main near Y-2 156/4, Y-2 180/22, Y-2 156/T, Y-2156/A/1.. etc. Bagdi Para Lane (Santi Nagar) for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 140 under BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,90,067.28; Earnest Money : Rs. 3,810.00; Period of Completion : 15 Days;
(2) NIT No.: KMCWS/GRU/2324/141/017 (1 st Call)
Name of the Work : Development of water supply network by laying 100mm dia water main near Z/5/174/2 to Z/5/182/6, etc. Vanga Khal Road for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 141 under BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,26,193.36; Earnest Money : Rs. 2,530.00; Period of Completion : 15 Days;
(3) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/140/023 (1 st Call)
Name of the Work : Development of water supply network by laying 100mm dia water main near Z-5/141/1 to Z-5/141/1B and Z-5/141/1 to Minarva Club etc. Kanchantala Road for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 140 under BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,06,348.37; Earnest Money : Rs. 2,130.00; Period of Completion : 15 Days;
(4) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/133/017 (1 st Call)
Name of the Work : Development of water supply network by laying 100mm dia water main near M-66 to M-69 to M78, etc. Dinu Mistry Bagan Lane for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 133 under BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,31,796.06; Earnest Money : Rs. 2,640.00; Period of Completion : 15 Days;
(5) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/140/024 (1 st Call)
Name of the Work : Development by laying of 150 mm dia DI pipe for water service main at X-118 to X-112, at Khaldari By Lane in Ward No. 140, BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,48,046.93; Earnest Money : Rs. 2,970.00; Period of Completion : 15 Days;
(6) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/140/025 (1 st Call)
Name of the Work : Development by laying of 150 mm dia DI pipe for water service main at X-112 to X-99 to X-64/11, at Khaldari By Lane in Ward No. 140, BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,52,756.96; Earnest Money : Rs. 3,060.00; Period of Completion : 15 Days;
(7) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/140/018 (1 st Call)
Name of the Work : Development of water supply network by laying 100mm dia water main near Y-2180/10/A, Y-2172/01, Y-2101/45/25 etc. Bagdi Para Lane (Santi Nagar) for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 140 under BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,12,397.83; Earnest Money : Rs. 2,250.00; Period of Completion : 15 Days;
(8) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/141/018 (1 st Call)
Name of the Work : Development of water supply network by laying 100mm dia water main near Z-5/212/1 to Z/5/195/38/7 to Z/5/210, etc. Bhangra Khal Ayub Nagar for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 141 under BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,12,397.83; Earnest Money : Rs. 2,250.00; Period of Completion : 15 Days;
(9) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/140/021 (1 st Call)
Name of the Work : Development by laying of 150 mm dia DI pipe for water service main at Z-5/143/1 to Z-5/141/1B, Kanchantala Road in Ward No. 140, BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,45,906.28; Earnest Money : Rs. 2,920.00; Period of Completion : 15 Days;
(10) NIT No.: KMC/WS/GRU/2324/134/009 (1 st Call)
Name of the Work : Development of water supply network by laying 100mm dia water main near J-27/1A to J-27/2, J-23 to J-44 etc. Fatepur Village Road and by lane for augmentation of supply water at the adjoining areas of Ward No. 134 under BR-XV; Estimated Cost : Rs. 1,42,012.71; Earnest Money : Rs. 2,850.00; Period of Completion : 15 Days; Last date and time of Submission of Bid : 08.02.2024 at 6 p.m. (for Sl. no. 1 to 10); Tender will be opened on : 12.02.2024 at 12.15 p.m. (for Sl. no. 1 to 10); The bid forms and other details are available on and from 30.01.2024 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl. no. 1 to 10).
CORRIGENDUM
NIT No. KMC/SWM-II/E/23-24/25 published in this Newspaper on 09.01.2024 (Key No. 1242/23-24) of SWM-II Deptt. Sl. No. 4 the last date and time submission of bid Sl. No. 4 will be read as 07.02.2024 upto 5 p.m. instead of 22.01.2024 upto 5 p.m.
1337/23-24

হাঁসের মৃত্যুতে ময়নাতদন্তের দাবি চুঁচুড়ার সিংহীবাগানের ইতি বিশ্বাসের

দূরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ২৫ জানুয়ারিঃ হাঁস হলেও বাড়ির লোকের কাছে কম আদরের নয়। কোনওমতে দিন গুজরান চুঁচুড়ার সিংহীবাগানের ইতি বিশ্বাসের। তবে কষ্ট হলেও পোষ্যদের কোনওভাবেই অনাদর করেননি কোনওদিন। পশুপালন ও ঝালমুঠি বিক্রি করে সংসার চালান ইতি। কঠিন লড়াই তাঁরা। স্বামী অসুস্থ হয়ে শয্যা ছোট ছেলের র্লাড কাপালার। সেই ইতি সদায় হারিয়েছেন তাঁর আদরের তিনটি হাঁস। ইতি বাড়িতে ১০টি হাঁস প্রতিপালন করেন। এরইমধ্যে শনিবার ৩টি হাঁস মারা যায়। ইতির বক্তব্য, তিনি সেদিন হাঁসের ঘর খোলার পর দেখেন তিনটি হাঁস মুড়ি খেয়ে ছটফট করতে করতে জলের দিকে যাচ্ছে। এরপরই ওই মুড়ির প্যাকেট হাতে তুলে দেখেন হাতে কোনে একটা গন্ধ। তা থেকেই সন্দেহ হয়। ইতি বলেন, এরপরই পঞ্চায়েত সদস্যকে তিনি সবটা জানান। তিনিই পরামর্শ দেন পুলিশের কাছে যেতে পুলিশ বাড়িতে যান। তদন্ত করে দেখে পুলিশের কাছে যেতে বলেন। পুলিশ পশু হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। চার পাঁচদিন ধরে এভাবে ঘুরে

চলেছেন তিনি। হুগলি জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ নির্মালা চক্রবর্তীর কাছে যান ইতি। তাঁর উদ্যোগেই কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে হাঁসগুলি। নির্মালা চক্রবর্তী বলেন, “শুনলাম তিনটে হাঁস মারা গিয়েছে ওনার। ভেটেরিনারি হাসপাতালে গিয়েছিলেন উনি। বলা হয় জেনাতেল ডায়েরি করে নিয়ে যেতে। যানও। তারপর বলা হয় থানার মাধ্যমে লিখে দিতে হবে পোস্ট মর্টেম করার বিষয়টি। উনি অভিযোগ করেছেন তিনটে হাঁসকে বিষ প্রয়োগ করে মারা হয়েছে। কিন্তু এর ময়নাতদন্তের পরিকাঠামো আমাদের জেলায় হাসপাতালে নেই। আমরা ভেটেরিনারি হাসপাতালের আধিকারিকের সঙ্গে কথা থানো ব্যবস্থা করছি। ইতির ধারণা, কেউ ইচ্ছাকৃত এটা করেছে। মৃত হাঁসের দেহ বরফ



চাপা জায়গায় রাখেন তিনি। কলকাতার বেলগাছিয়া স্টেট ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হবে দেহগুলির নমুনা। এরপরই জানা যাবে ঘটনার সত্যটা কতটা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ মাঘ ১৪

সাধারণতন্ত্র দিবস

ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করার পক্ষে ছিলেন। তিনিই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে শাসন ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছেন। তাঁর কথাতেই বাবা সাহেব আশ্বদেবকর সংবিধান রচনা করে সেখানে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রূপ গ্রহণ করা হয়েছিল তিনটি দেশের সংবিধান থেকে। প্রথমটি হচ্ছে আমেরিকার সংবিধান। তারপরে ফ্রান্সের সংবিধান এবং সবার শেষে ব্রিটেনের সংবিধান। আমেরিকার সংবিধান থেকে রাষ্ট্রপতির চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রিটেনের সংবিধান থেকে পার্লামেন্টের চিন্তাধারা গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্রান্সের সংবিধান থেকে জনগণের শাসন ব্যবস্থার চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিনটি দেশের সংবিধানের মিশ্রনে ভারতের সংবিধান প্রস্তুত হয়েছে। তার ফলে ভারতের সংবিধানে যেমন আমেরিকার মতো ফেডারেল ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি ব্রিটেনের মতো পার্লামেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতের সংবিধান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান বলা হয়ে থাকে। ভারতের সংবিধানটিকে অলংকৃত করেছিলেন শিল্পী নন্দলাল বোস। তিনি ভারতের সংবিধানের প্রচুদ্র নির্মাণ করেন। তবে আমেরিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রায় দেখতে পাওয়া যায় একনায়কতন্ত্রের ছায়া। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা থাকলেও তা সেটা একবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময়ে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে নির্বাচনে পরাজিত হতে পারেন এটা বিশ্বাস করতে পারাছিলেন না। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে জালিয়াতি করে তাকে পরাস্ত করা হয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করেছিলেন। তাঁর পরাজয়ে কেন্দ্র করে প্রায় হুয়াশাটির বেশি মামলা করা হয়েছিল। সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে আদালত গ্রাহ্য করেনি। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি সমর্থকদের জমায়েত করে সেনেটে ভাঙচুর চালায়। তবে তাঁর আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রশাসন। এমনকী মার্কিন সেনাধক্ষ্য আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেন। তার ফলে বাধ্য হয়ে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করতে হয়। জো বাইডেনকে জয়ী বলে স্বীকার করে নেন। আমেরিকার মতো পরিস্থিতি ভারতে কোনও দিন তৈরি হয়নি। এখনকার মানুষেরা এত বেশি অশান্তবাজ নয়। ভারতের নাগরিকেরা বলতে পারে গুলি খুবই শান্ত প্রকৃতির। বহুবার ভারতের গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের জনগণ তাদের ইচ্ছায় আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে ফিরে যায়। আমেরিকার মতো একটি বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ যে দুষ্টিত দেখালাে তা বিশ্বের কাছে কলঙ্কিত অধ্যায় বলে পরিচিত। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এখনও রাজা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিবাদ দেখতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তা বলে সংসদ ভবনে হামলা করে না ভারতের জনগণ। বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা প্রায় সাড়ে একবছর ধরে দিল্লির সীমাকে কেন্দ্রীয় সরকারের তিন কুবি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে ছিল। তারা গত বছরের সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন দিল্লি রাজপথ দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু ভারতের সংবিধানকে কাপো করার কোনও চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারতের সংবিধানের ওপরে আস্থা রেখে প্রতিবাদী কৃষকেরা তিন বিল প্রত্যাহার করার জন্য সরকারকে চাপ দিতে শুরু করেছিল মাত্র। তারপরে প্রধানমন্ত্রী মোদি গুরু নানকের জন্ম দিনে কৃষকদের কথাকে মান্যতা দিয়ে তিন কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেন।

ভারতের গণতান্ত্রিক দর্শন

ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সৌজন্যতা। সাধারণতন্ত্রের বিকাশ বলা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই রকম নজর বিশ্বের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের অবদান ঘটল। সেখানেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল। এখন কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল পুঁতিন আজীবন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট থেকে যাচ্ছেন। তিনি সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন। রাশিয়ার পার্লামেন্টে নির্বাচন হল। সেখানে কোনও বিরোধী প্রার্থী দেখতে পাওয়া গেল না। পুঁতিনিই একমাত্র প্রার্থী। ফলে তিনিই পুনরায় জয়ী হয়ে গেলেন। এই তো অবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়। একচেটিয়া গণতন্ত্র বলে কোনও বস্তু আছে কিনা জানা নেই। তবে খাতায় কলমে লেখা না থাকলেও সেটা বাস্তবে রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চায় না বহুজন। তারা গায়ের শক্তি দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে লঙ্ঘন করে এগিয়ে যেতে চায়। আসলে গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত করার কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। গণতন্ত্রপটী আসলে কী সেটাকে উল্লঙ্গি করতে কোনও রকম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিতালনা করার ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা জানা নেই। রাজনৈতিক দলের রাজনীতি বিষয় শিবির হয়ে থাকে। ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি ছিল ব্রিটশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের। তিনি বলেছিলেন, ভারতবাসীরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মানে জানে না। তারা কীভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয় সেই শিক্ষাই এখনও পর্যন্ত পায়নি। কথাটা কতখানি সত্য সেটা বিচার করার ভার রয়ে গেল দেশের বর্তমান জনগণের ওপরে। তবে যেভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে এবং নির্বাচিত রাজনৈতিক দল যেভাবে বিরোধীদের বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠতে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি আবার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে বিশ্বের সমানে তুলে ধরার চেষ্টা করে গিয়েছেন নেহরু। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে জেট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নেহরু। তখন বিশ্ব দুটো ভাগে বিভক্ত। ঠিক সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধি খাটিয়ে জেটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেন। কোনও শক্তিদ্বার রাষ্ট্রে পক্ষে না থেকে মধ্যস্থান অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক মহলে টিকে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যদি এই নীতি গ্রহণ করে বহু সময়ে ভুলে শিকার হয়েছেন নেহরু। তবুও তিনি জেট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ইন্দোনেশিয়াকে পাশে পেয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন যে প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি

ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা মিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিন্ধ পুরষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেতা অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই মানুষকে মহান করে তোলে। তিনি প্রকৃত মন্ত্রী তিনিই পারেন সবার মঙ্গল করতে। তাঁর আর্ষিবাদ প্রয়োজন।

অখণ্ড স্বাধীন ভারত নির্মাণ করতেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধ

রবীন্দ্র কুমার শীল

াঁরতের বিপ্লবী সংগঠনগুলি বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ শাসনের অবসান করতেআগ্রহী ছিল। বিবেশ করে জার্মানদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। তখন জার্মান নাৎসি বাহিনী বা সরকার এসে উ পস্থিত হয়নি। নাৎসি বাহিনীর আগে থেকেই বাংলার বিপ্লবীরা জার্মান সহযোগিতায় ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এক সময়ে জার্মান বলশেভিক দলকে বিপ্লবকে সফল করতে আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করে। ভ্লাদিমির লেনিনকে জুরিখ থেকে পেরোগাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ১৯১৭ সালে এপ্রিল মাসে জার্মান। রুশ বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্য জার্মান সহযোগিতার কথা বলতেই হবে। মহেন্দ্ৰ প্রতাপ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সফল করা জন্য জার্মান গিয়েছিলেন ১৯১৫ সালে তখন কাইজার ইউল্‌হেম দ্বিতীয় জার্মানের অধিশ্বর ছিলেন। তিনি মহেন্দ্ৰ প্রতাপকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আফগানিস্তানে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা তৈরি করা হয়েছিল।কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিওয়ান বাগের হত্যাকাণ্ড ভারতের রাজনীতির ইতিহাসকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ হতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র তখন গান্ধিজি কংথেসের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং কংথেসের মধ্যে গান্ধিপন্থী সৃষ্টি করে ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিলেন। অস্পৃশ্যতা থেকে শুরু করে মানক বর্জনের মতো সামাজিক আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন গান্ধিজি। তার ফলে সমাজের মধ্যে গান্ধিজি নিজের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। শিল্প উন্নয়ন নিয়ে গায়ের ভাবনার সঙ্গে মিলতে পারছিল না জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিপিন চন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ এবং জ্যোতিবা ফুলের মতবাদ। তার ফলে সংঘাত এসে উপস্থিত হল।

কংগ্রেস তখন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করলে গান্ধির সঙ্গে মত বিরোধ উপস্থিত হল। সুভাষ বোস তখন সামাজিক আন্দোলন নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। ১৯২১ সলে সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতের রাজনীতিতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করেন। ১৯২৭ সালে জওহরলাল নেহরু তখন সমাজতন্ত্র মতে বিশ্বাস হয়ে পড়েছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জওহরলাল নেহরুকে সমাজতন্ত্র মতবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আয়েঙ্গার তখন সি.আই.ই থেকে সরে গিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করছিলেন। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু এবং সুভাষ বোস জনপ্রিয় নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে জওহরলাল নেহরু অনুভব করতে পারলেন যে সুভাষ বোস নেতা হিসাবে তাঁর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। সুভাষ ভালো সংগঠক এবং দক্ষ প্রচারক। সুভাষ বোস স্বালম্বী। তিনি কারোর ওপরে ভরসা করেন না। তিনি যা করেন নিজের শক্তির ওপরে নির্ভর করেন। জওহরলাল নেহরু যেমন গান্ধিজির ওপরে ভরসা করে চলতেন সুভাষ বোস কারোর ওপরে নির্ভর করে কোনও আন্দোলন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। গান্ধিজি সেই সময়ে বিপ্লব নেতা খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। এদিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল গান্ধিজির কাছ থেকে সুভাষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে হবে তাহলে সুভাষের হাতে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ রশি হাত ছাড়া হবে। ঠিক সেই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারাও বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করছে। তার ফলে গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন জনপ্রিয়তা হারিয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে গান্ধিপন্থীরা। তারা গান্ধিজি আন্দোলনকে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বোস সশস্ত্র

সংগ্রাম বিরোধী মানসিকতা নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি এবং গান্ধিজির মতবাদকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করে নিতে পারেননি। একদিকে কংগ্রেসী আন্দোলন এবং অন্য দিকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে কী করে সমন্বয় রচনা করা যেতে পারে তা নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস যা গান্ধিজির কাছে অপ্রিয় ছিল। ১৯৩৯-১৯৪০ সালে জওহরলাল নেহরু অনুভব করতে পারলেন সুভাষকে কংথেসের রাখলে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব স্তিমিত হতে পারে। সুভাষ এবং নেহরুর মধ্যে বিভেদ দেখা তৈরি হল। তখন গান্ধিজি গোপনে ভারতের ভাইসরয় লিনলিথ সন্ডে কথা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে



জোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গ্রহণ করা হবে।

তার ফলে নেতাজি বেশ খানিকটা মানসিক আঘাত পেলেন। ঠিক সেই সময়ে মহম্মদ আলি জিন্না গান্ধিজির সঙ্গে বৈঠক করলেন যার ফলে সুভাষ আরও বেশি করে কংগ্রেসের ব্যাপারে হতাশ বোধ করতে শুরু করেন। এদিকে জিন্না ভাইসরয়ের খেলায় মত্ত হলেন এবং মুসলিম স্বার্থকে বড় করে দেখতে শুরু করলেন। সেই সময়ে জিন্নার দল হিসাবকে বর্জন করতে শুরু করে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জিন্না সেই সময় থেকে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম দেশ তৈরি হবে যা ব্রিটিশ সরকার সমর্থন করতে পারে।

সেই সময় সুভাষ বোস বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা আসার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে তখন ব্রিটিশ রাজের কৌশল ছিল কোনও উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়া

হবে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে নয়, ভাগ করে দিয়ে। ভাগ করে স্বাধীনতা দিলে তার আর শক্তি অর্জন করতে পারবে না। এবং ভবিষ্যতে ইংরেজ শাসন যেমন একচ্ছত্র রয়েছে তাই বজায় থাকবে। এই ভবনার বশবর্তী হয়ে আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীনতা দিল উলস্টারকে বাদ দিয়ে। আবার এদিকে আরব দেশের প্যাালেস্টাইন থেকে ভাগ করে ইহুদিদের জন্য স্থান করে দিল। ১৯৩৫ সাল থেকেই ব্রিটিশ সরকার চিন্তাভাবনা তৈরি করে রেখে দিয়েছিল যদি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হয় তাহলে তা দেওয়া হবে ভারত ভাগ করে। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যাপারে সুভাষের একটি অনীহা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

সেই কারণে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা পেতে গেলে ব্রিটিশ সরকারকে বাইরে থেকে আঘাত করে ভারত থেকে বিতারিত করতে হবে। সুভাষ বোস তখন চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যদি ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহলে ভারতের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসতে বেশি সময় বেবে না। এখনই সুযোগ গ্রহণ করে বাইরে থেকে ভারত আক্রমণ করার উদ্যোগ শুরু করতে হবে এবং দ্রুত ভারত আক্রমণ করে ব্রিটিশ সরকারকে নাজেহাল করে দেওয়া ছাড়া আর বিকল্প কোনও পথ নেই।

গান্ধিজি বহু বিষয় নিয়ে কথা বলার সময়ে রসিক হয়ে পড়তেন। সুভাষ যখন সদ্য কাগারার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। দেশের জনগণ তখন তাঁকে সমর্থন করতে শুরু করে

দিয়েছে। সভাপতি পদে সুভাষের নাম উচ্চারিত হচ্ছে সর্বত্র। ঠিক সেই দৃশ্যপটে এসে উপস্থিত হলেন জওহরলাল নেহরু। নেহরু যেহেতু গান্ধির খুব পছন্দের লোক ছিলেন তার ফলে নেহরুর প্রস্তাবকে গান্ধি কোনও সময়ে অবহেলা করতেন না। নেহরু গান্ধিজির কাছে প্রতিযোগী প্রার্থী হিসাবে পট্টিভ সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করলেন। ১ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে গান্ধিজিকে নেহরু চিঠি দিলেন-“So far as I am concerned, Pattabhi is a good choice. But you will have the sence of the members of the committee.”।নেহরুই চাইছিলেন না যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষ বোস প্রতিষ্ঠিত হোক। অমৃত কাউর সে কথা গান্ধিজিকে জানিয়েছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ সালে গান্ধিজি একটি চিঠি দিয়েছিলেন মৃত সংকে সেখানে লেখা ছিল –“Never mind what people say about J.(Jawaharlal) or your partiality for him.I have already told S. (Subhas) he must go to Calcutta or to take up ac-tive duty before he thor-oughly fit. Even when he is, he can’t replace J. who inconsumable energy and single-mindedness.”সদার ব্লগভ ভাই প্যাটেল এই প্রার্থী পছন্দের বিরুদ্ধে ছিলেন। ১ নভেম্বর ১৯৩৭ সালে গান্ধিজি সুভাষ বোসের ওপরে যে আস্থা নেই তা পরিস্কার করে দিলেন। প্রায়জান হলে গান্ধিজি নিজেই হয়ে পুরা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ব্লগভ ভাই তখন একজন বলিষ্ঠ নেতাকে সভাপতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই সময়ে লিখলেন -“There was unprece-dented enthusiasm at the Congress session, which was presided over by Subhash Chandra Bose.”।

জওহরলাল নেহরু মোটেই খুশি ছিলেন না যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বোস নির্বাচিত হন। তিনি মনে করতেন সুভাষ চন্দ্র বোস একবার কংগ্রেস সভাপতি পদে বসতে পারতে কংথ্রেসের মধ্যে

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কংগ্রেসের অন্য নেতাদের কোনও প্রাধান্য থাকবে না। ৫ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে ‘মর্ডান রিভিউ’ পত্রিকাতে নেহরু তাঁর ক্ষেভের কথা বললেন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে নেহরু আবার বিলাতে সমাজ সংস্কারক আগাধা হ্যারিসনকে লিখলেন,“Subhash Bose is likely to be the next president and I do not envy hin the job. I hope his health will stand up to it”। সুভাষ চন্দ্র বোস গান্ধিজির কথাকে বেশি করে প্রাধান্য দিলেন। তিনি তাঁর বিলাতের ডাক্তার বন্ধু ধরমবীরকে ডাকলেন তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। ডাক্তার ধরমবীর আবার গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ২৫ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদে গান্ধিজির সঙ্গে ধরমবীর দেখা হয়। পাঞ্জাবের ডালহাউসিতে ধরমবীর এসে উপস্থিত হন। সেখানে সুভাষের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। এমনকী গান্ধিজির শিষ্য মীরাবোস-এর স্বাস্থ্য দেখাতে ডালহাউসতে উপস্থিত হন। স্বাস্থ্য এর কারণ দেখিয়ে সুভাষ চন্দ্র বোসকে কংগ্রেস সভাপতি পদের থেকে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ শুরু করে তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা। গান্ধিজি সুভাষকে সভাপতি করার মত দিলেও কিন্তু তাঁর সঙ্গীসাথী বিশেষ করে নেহরুর কোনও রকম সহানুভূতি সুভাষ বোসের ওপরে ছিল না। গান্ধি কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লা। সেই সময়ে দেবদাস গান্ধি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখার ব্যাপারে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের মতকে গ্রহণ করা হয়েছিল। নেহরু কৌশল করে ডালহাউসি থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ডাক্তার সুনীল বোসকে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ দেবদাসকে দেখতে পারতেন না নেহরু। সুরাট কংগ্রেস দলের কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শরৎ বোসের সহকারী হিসাবে কাজ করেন ইতিহাসবিদ নিরোদ সি চৌধুরী।

বর্তমানে ভারতের গণতন্ত্র কি প্রশ্নের মুখে?

শঙ্করলাল কর্মকার
গণতন্ত্র অর্থাৎ Democracy দুটো গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে, ডেমস (Demos) এবং ক্রেসিয়া (cratia)।Demos কথাটির অর্থ হল The people অর্থাৎ দেশের জনগণ এবং cratia হল power বা ক্ষমতা (শাসন ক্ষমতা)। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন এর ভাষায় এটা হল The government of the people, by the people and for the people বর্তমানে গণতন্ত্র হল দেশের গণভোটে দ্বারা নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ



শাসন, অর্থাৎ যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা ক্ষমতায় থাকেন, অপর পক্ষ বিরোধী। অনেক সময় যুক্তফ্রন্ট ও হয়। বিরোধীদের কাজ সরকারের ভুলত্রুটি শুদ্ধ করে আনা এবং সমাোচনা করা। তাদের মতামতের মূল্য আছে। এভাবেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলে তা চলা উচিত। তাহলে অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা মানুষই সৃষ্টি করেছে। বর্তমান ভারতে শাসন ব্যবস্থায় ‘কাজিয়াপর্ব’ চলছে। রাজনৈতিক খুন জখম, রাহাজানি, জাতীয় সম্পত্তি লুট, বীকানখে বা অসদুপায়ে টাকা কামানো, চাকরি চুরি, নারীদেহ অপরাধের খবর আজ সংবাদপত্রের শিরোনামে।যেভাবেই হোক ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলই উদ্দেশ্য। তারপর হবে অর্থের অপচয়। শিব গড়তে বাঁদর। কুকথার ফুলঝুরি-এ বলে ও খারাপ, ও বলে ও খারাপ। কোন ঠিক বিশেষ রাজ্যকে দায়ী করলে ঐক্য বলা হবে না। কর্মক্ষেত্র প্রত্যেকেই দায়ী। এ যেন অপরাধ করার প্রতিযোগিতা চলছে। এক রাজ্যে পাঁচটা ঘটলে, অন্য রাজ্য

নিয়ে মিছিল করবেন, ভোটে জেতার খোঁজকর। পুলিশ আর উকিলবাবু কী খেল দ্যাখাবেন কে জানে। সভ্যই আজ ভারতের গণতন্ত্র প্রশ্নের মুখে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি সঠিক প্রতিবাদ হয় এবং যদি দ্রুত অন্যায়ের বিচার হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যদি ন্যায় ক্ষতিপূরণ পান তাহলে অপরাধের সংখ্যা কমতে থাকবে। তা কি হবে? গণতন্ত্র নিজের স্বেচ্ছায় খরাপ হয়নি।১৯৭০,১৯৭২-এরদিকে তাকিয়ে দেখুন, কীভাবে যুবসমাজকে বিপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এতদিনের অভ্যাস। একদিনের কি যায়? নেতারা সিংহাসনের মোহে এসব করিয়েছেন। এখন কাপেলে কী হবে। সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে গণতন্ত্রকে ঘিরিয়ে আনুন। আপনারা, জনপ্রতিনিধিরা দেশ তথা রাজ্যের শাসক, আইনের রক্ষক। আপনারা যদি বোমাগুলির লড়াই বন্ধ করে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারেন তাহলে এই রকমই চলতে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এখনই মন্ত্রীদের রাম মন্দির দর্শন করতে নিষেধ করলেন

দিলেন।প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলে দিলেন যে আগে জনতার সেখানে যাবে। মন্দির দর্শন করারে। মন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে অথবা ভিড় করবেন না। মন্ত্রীরা সেখানে গেলে জনগণ ওপরে চাপ এসে পড়বে। মন্ত্রীদের প্রটোকল এবং নিরাপত্তার দেখভাল করতে প্রশাসনকে সক্রিয় হতে হয়। তার ফলে জনতার মন্দির দর্শন ব্যাতে হতে থাকবে। মন্ত্রী সভার বৈঠকে মন্ত্রীদের মার্চ মাসে রামলালা দর্শন করা কথা যাবেন। তবে সব মন্ত্রীরা এক সঙ্গে যাবেন কিনা তা আপাতত জানতে পারা যায়নি। তবে বিজেপি দফতর থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে সব মন্ত্রীরা এক সঙ্গে রামলালা দর্শন করলে জনতার কাছে একটি বিশেষ বার্তা যাবে। এক একটি করে মন্ত্রীরা রামলালা দর্শন করলে একে বারবার প্রটোকল অনুসারে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার ফলে ভক্তরা অসুবিধার মধ্য পড়বে। সেই কারণে বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় সদর দফতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে কেন্দ্রের সব মন্ত্রীরা এক সঙ্গে গেলে বা ভাগ ভাগ করে গেলে দেশের নাগরিকদের কাছে একটি বিশেষ বার্তা গিয়ে পৌঁছাবে। এদিকে লালকৃষ্ণ আদবানি, স্বরাজ্জি মন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এখনও মন্দির দর্শন করেননি। তাঁরা আগামি মার্চ

মাসে মন্দির দর্শন করতে যাবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাম মন্দির দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়ার ফলে প্রবল ভিড় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। উত্তর প্রদেশ প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ দর্শক এসেছিল। তারপরে আরও তিন লক্ষ দর্শক এসে মন্দির দর্শন করে। মন্দির দর্শন নিয়ে সারা



ভারত জুড়ে রাম ভক্তদের রাম মন্দির যাওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত। তার ফলে অযোধ্যায় ক্রমশ ভিড় বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদি মন্ত্রীদের বৈঠকে বলেছেন যে এখনই মন্ত্রীদের রাম মন্দির যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করতে হবে। দর্শকেরা সেখানে আগে গিয়ে রাম মন্দির দর্শন করুক। তারপরে মন্ত্রীরা যাবেন রাম মন্দিরে। মার্চ মাসে মন্ত্রীদের রাম

ভারত কথা ঃ দিল্লির লাল কেল্লা

ভারতের প্রথম সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা হয়ে থাকে এই লাল কেল্লা থেকে। লাল কেল্লাতেই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে জাতীয় পতাকা তুলে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ১৯৮৫ সালে এই দুগুটি নির্মাণ করতে আদর্শ দিয়েছিলেন সম্রাট সাহজাহান। ১৮৪৮ সালে এই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এর আগে নাম ছিল কিলা-ই-মুবারক’। এখানে



সম্রাটের পরিবাররা বসবাস করতেন। প্রকৃতপক্ষে লাল কেল্লা ছিল শাহজাহানবাদের রাজসভাসদ। পরে তিনি রাজধানি দিল্লি থেকে আগ্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। লাল কেল্লায় শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হওয়ার পরে তিনি লাল কেল্লা পরিত্যাগ করেন।

জম সংশোধন ঃ গত ২৫.১.২৪ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ‘কপূরী ভারতবর্ষ’ লেখায় কপূরী হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য মার্জনা মেনে নিলাম।

বিশেষ পুলিশ পদক পাচ্ছেন রাজ্যের ২২ জন আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ সাধারণতন্ত্র দিবসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের থেকে বিশেষ পুলিশ পদক পাচ্ছেন রাজ্যের ২২ জন আধিকারিক। এবছর পুলিশ, দমকল, হোমগার্ড, নাগরিক সুরক্ষা সহ বিভিন্ন বাহিনী মিলিয়ে পদক পাচ্ছেন মোট ১১৩২ জন। তাঁদের মধ্যে এরাাজের ২২ জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক রয়েছেন। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কাজের জন্যে পুরস্কার পুরস্কার পাচ্ছেন ২জন এবং মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্যের ২০ জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক। রাজ্যের তরফে মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পদক পাচ্ছেন সিআইটির আইজি রাজেশ কুমার যাদব, উপকূল নিরাপত্তা বিভাগের আইজি মিশেশ জৈন, বিধানমণ্ডরের পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা, রাজ্য পুলিশের আইজি রাজীব সরকার, রাজ্য পুলিশের সার্জেন্ট অম্বুজ সিং, এসপি দেবজিত চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ইন্সপেক্টর সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, ইন্সপেক্টর জয়প্রকাশ পাণ্ডে, রিজার্ভ ইন্সপেক্টর সুদীপ গুহ নিয়োগী, সমস্ত বাহিনীর এসসআই বিকাশ তামাং, সাব ইন্সপেক্টর সুখেন্দু কুমার মণ্ডল, সমস্ত বাহিনীর সাব ইন্সপেক্টর সুমন দে, সমস্ত বাহিনীর এসসআই অমলেন্দু শাহাডি, সাব ইন্সপেক্টর অমরলাল রজক, কনস্টেবল সত্যপ্রিয় মুখার্জি, এসসআই জয়ন্ত সাহা, এসসআই উজ্জ্বল সরকার, মহিলা এসসআই ইন্দিরা হালদার, কনস্টেবল সুরজিং দেবনাথ এবং পুলিশ গার্ডির চালক স্বপন কুমার সাউ। বিশেষ দক্ষতার পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্যের রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের এডিজি অজয় মুকুন্দ রানাডে এবং গোয়েন্দা বিভাগের এডিজি মনোজ কুমার ভাট্মা।

রামনগর বালিসাই বড়রাঙ্কুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল পেল জেলার স্বাস্থ্যর পাঁচটি পুরস্কার

দরন্ত বার্তা, রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ জানুয়ারিঃ রামনগর বালিসাই বড়রাঙ্কুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল পেল জেলার স্বাস্থ্যর পাঁচটি পুরস্কার। ভালো পরিষেবা প্রদান ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান পেল বালিসাই বড়রাঙ্কুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল। প্রতিবছর এই বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগকে কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য। রামনগর এলাকায় বালিসাই বড়রাঙ্কুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল এবার পাঁচটি বিভাগের পুরস্কৃত হয়েছে। এই সাফল্যে খুশি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু থেকে এলাকার নেতৃত্বধরা। রামনগরে খুশির হাওয়া। রামনগর এলাকায় এই হাসপাতাল গড়ে ওঠায় শুধু এই এলাকার

ডিমাপুর-কোহিমা নতুন বিজি সিঙ্গল লাইন প্রকল্পের ৪ নং টানেলে সাফল্য অর্জন

মালিগাঁও, ২৫ জানুয়ারিঃ ডিমাপুর-কোহিমা নতুন ব্রড গজ লাইন সংযোগ স্থাপনকারী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সম্প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। মোলভম-ফেরিমা স্টেশনের মধ্যে টানেল নং. ৪-এর এই সাফল্য পাওয়া যায় ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে, যা ১৫১ মিটার কাট এবং কভার সহ ১৩১১ মিটার দৈর্ঘ্যের। এই প্রকল্পের পর্যায়-এর এটিই হলো ২য় দীর্ঘতম টানেল। ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে কোহিমার সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এই সাফল্য অর্জনকে একটি মুখ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই টানেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ১০.০৩.২০২১ তারিখে পোটাল-১ সাইড থেকে। পোটাল-২ থেকে কাজ শুরু হয় ২৩.০১.২০২৩ তারিখ থেকে। টানেলের ভেতরে কিছু কিছু স্থানে জলের ধরনা সহ যে শিলাস্তর দেখা গিয়েছিল তা মূলত শেল এবং প্রাকৃতিকভাবে অত্যন্ত আবহাওয়াযুক্ত। এই টানেল নির্মাণ করতে রেলওয়েকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কারণ ২০২২-এর এপ্রিল থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টি হয়েছিল এবং টানেল ৪-এ অত্যন্ত নিম্নমানের মাটির জন্য পোটাল -২-এ চাপা পড়া এবং পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক ছিল, ফলে কাজের অগ্রগতিতে প্রভাব পড়ছিল। সমস্যার সমাধানের জন্য

টলিবলি

আবার রণবিজয় হয়ে চমকে দিলেন অভিনেতা রণবীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২০২৩ সালের অন্যতম ব্লকবাস্টার ‘অ্যানিম্যাল’-এর রিলিজ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শোনা গিয়েছে। সমস্ত জল্পনার অবসান হল। বড় ঘোষণা করে দিলেন রণবীর কাপুর থুড়ি রণবিজয়। জানিয়ে দিলেন সাধারণতন্ত্র দিবস থেকেই নেটপ্লিক্সে দেখা যাবে এই মুভি। তেইশের শেষে বক্স অফিসে ঝোড়ো ইনিসে থেলেছে ‘অ্যানিম্যাল’। নশো কোটির বেশি ব্যবসাও করেছে। ২৬ জানুয়ারি রণবীর কাপুরের ছবির রিলিজের কথা আগেই শোনা গিয়েছিল। কিন্তু মাঝে বাধার সৃষ্টি হয়। লাভের ভাগ না পাওয়ার



অভিযোগে ছবির রিলিজের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ছবিরই সহ-প্রযোজনা

সংস্থা। তার জেরেই ছবির রিলিজ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। মনে করা হচ্ছে, এই সমস্যার সমাধান

বিজেপির নতুন নির্বাচনী শ্লোগান - তাবহি তো সব মোদী কো চুনতে হয়

দুরন্ত বার্তা, নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারিঃ এটা ঠিক কোনো শ্লোগান নয়, গান। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই গানকেই শ্লোগানে রূপান্তরিত করবে বিজেপি। ২২ জানুয়ারী অযোধ্যা রামমন্দির প্রতিষ্ঠা দিয়েই শুরু হয়ে গেছে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারণা। এবার প্রচারে নতুন আঙ্গিক - গান। ২ মিনিট ১০ সেকেন্ডের গানটির নাম ‘‘তাবহি তো সব মোদী কো চুনতে হয়। বৃহস্পতিবার গায়ের বিজেপির



বেছে নেন। গানটির শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে বছরের পর বছর ধরে দেশের বেহাল দশা হয়েছিল। উন্নয়নের গতি থমকে ছিল। এরপরে

দেশবাসী নরেন্দ্র মোদীকে নির্বাচিত করে আনে এবং ক্ষমতায় এসেই নরেন্দ্র মোদী যাবতীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। বিজেপির আশা এই গানটি বেড়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। গানের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, একটা দেশকে কিভাবে উন্নত দেশে করে তোলা যায় তা দেখিয়েছে মোদী। বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ, জল, গ্যাসের সংযোগ থেকে শুরু করে নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের মতো যাবতীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুনীতি, কালো টাকাব বিরুদ্ধেও যে বিরাট অভিযান চালিয়েছে মোদী সরকার, তার উল্লেখও রয়েছে এই

ভিডিয়ো। জনতা জন্মদর্শনকেই সর্বদা অগ্রগণ্যতা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তাও তুলে ধরা হয়েছে এই মিউজিক ভিডিয়ো। দ্রুতগতির বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পরিষেবা থেকে শুরু করে চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান-৩ অবতরণ, মোদী সরকারের এই সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যুবসমাজ আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে, তাও উল্লেখ করা হয়েছে এই ভিডিয়ো। সব মিলিয়ে একদম অভিনব প্রচারে উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি।

জেলা প্রশাসন এবং বিএসএফের আধিকারিকদের বিশেষ বৈঠক কোচবিহারে

কোচবিহার ২৫ শে জানুয়ারি ঃ কোচবিহার সীমান্তবর্তী এলাকা। কোচবিহারের তিন দিকে ঘেঁষে বাংলাদেশ বর্ডার এবং একদিকে রয়েছে আসাম বর্ডার। এই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বর্ডারের দায়িত্বে থাকে বিএসএফ। বেশ কিছু সীমান্ত রয়েছে যেখানে এখনো নেই কাঁটাতার আবার কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে রয়েছে নদী। ফলে খোলা সীমান্ত দিয়ে পাচারের ঘটনা ঘটে প্রায়শই যদিও তা নিয়ে অত্যন্ত তৎপর বিএসএফের কর্তব্যরত যাওয়াযানেরা। এর আগে বারংবার বিভিন্ন সময় তারা বিনা পাসপোর্টে যারা যাতায়াত করছেন তাদের আটক করেন পাচারকারীদের আটক করেন এবং মূলত গরুসহ বিভিন্ন সামগ্রী পাচারের সময় আটক করেছেন তারা। সীমান্তবর্তী এলাকার লোক বেশ কিছু সময় বিএসএফের বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন জেলা প্রশাসনের কাছে। এমনকি রাজ্যের শাসক দলের নেতা নেত্রীরাও তা বলতে পিছপা হননি।

এবার তো অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কোচবিহারের ল্যাসডাইন হলে কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা পুলিশ সুপার দু্যতিমান ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য আধিকারিক বিএসএফের পক্ষ থেকে ফিআইজি কোচবিহার জিএস শালিওয়াল মনোজ কুমার যাদব কমান্ডেন্ট ফালাকাটা সেক্টর হেডকোয়ার্টার সহ অন্যান্য বিএসএফের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন – সীমান্তবর্তী এলাকায় কিছু মানুষের অসুবিধার কথা আমরা জানতে পারি তারা আমাদেরকে অভিযোগ জানায় সেই সমস্ত অভিযোগ নিয়েই আজকের এই বৈঠক। তিনি বলেন বৈঠক অত্যন্ত ভালো হয়েছে আগামী দিনে যাতে মানুষের কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে উভয় পক্ষই আলোচনা করেছি। প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এই ধরনের বৈঠক আগামীতে প্রায়ই বসার চেষ্টা করা হবে যাতে জেলা প্রশাসন এবং বিএসএফের মধ্যে কোন সমস্যা থাকলে তা দূর করা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহারের সীমান্ত দিয়ে এক সময় গরু পাচারের করিডোর হিসাবেই পরিচিত ছিল তবে বেশ কিছুদিন হল তাতে লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। সামনেই লোকসভা নির্বাচন তার আগে জেলা প্রশাসন ও বিএসএফের এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহুল মহলের।

আমজনতার জন্য খুলল চন্দননগর জাদুঘরের দ্বার, জেনে নিন কীভাবে যাবেন এবং কী কী দেখবেন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে চন্দননগরের নাম। গত বছরের ৩১ আগস্ট চন্দননগর কলেজে জাদুঘর চালু হয়েছিল। তবে এতদিন সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, তবে চলতি সপ্তাহেই তা সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল।সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়ানোর দায়ে ১৯০৮ থেকে টানা ২৬ বছর বন্ধ ছিল চন্দননগর কলেজ। পরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল প্রত্যাবর্তন হয়। সম্প্রতি সেই ভবন সংস্কার এবং তার একাংশে শহরের শিল্প-সংস্কৃতি, বিপ্লব আর কলেজের ইতিহাসের জাদুঘর গড়ে তোলা হয়। গত বছর ৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বিপ্লবীদের স্মৃতির উদ্দেশে জাদুঘরটি উৎসর্গ করা হয়। সেই দিনই অধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার সাধারণনের জন্য জাদুঘর খুলে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যক্ষ বলেছিলেন, যে শহরে জাদুঘর, সেখানকার হারিয়ে যেতে বশা ইতিহাসকে সংরক্ষিত করতে পারার মধ্যে একটা আলাদা সভাপতি বরীশ্বাক মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘দ্রুত অবক্ষয়ের মধ্যে থেকে ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করল চন্দননগর কলেজ। আগামী



সেই রথে থাকা প্রায় ১৩ ফুট লম্বা দু’টি নিম কবরীর খোঁড়াকে জাদুঘরের সামনে রাখা হয়েছে। মাঝে থাকছে সারথী। পুরনো রথে থাকা অন্যান্য অভয়গুলিকেও আবার নতুন করে বিষয় যুক্ত হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাদুবাবুর পুরনো রথের কিছু অবশিষ্ট অংশ।’’ দেশের একটি বিখ্যাত অশ্ব সংস্থা মারফত ৩০ জন বিদেশি এই জাদুঘর দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। চলতি সপ্তাহে তাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই

রাহুল পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মমতার মান ভাঙাতে



দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো নায়যাত্রা বৃহস্পতিবার অসম সীমা অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করার পরেই ইন্ডিয়া জোটের নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেলো। গতকালই জোট ভেঙে একলা চলার কথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আজ কংগ্রেসে রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে রাহুল গান্ধী আবার ইন্ডিয়া জোটের কথা বললেন। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী দাবি করলেন যে বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকর সংঘের (আরএসএস) অন্যায়ের মধ্যে একসঙ্গে লড়াই করবে বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট। আর রাহুলের সেই মন্তব্যের পরে রাজনৈতিক মহলে এক্সনা শুরু হয়েছে, তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গে এসেই মমতার ‘রাগ’ ভাঙানোর চেষ্টা করলেন কংগ্রেস সাংসদ? স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে – এটা কী শুধুই মমতার রাগ ভাঙ্গনো? বৃহস্পতিবার সকালে অসমের দুবরি থেকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের বক্সিরহাটে প্রবেশ করেছে রাহুলের ‘ভারত জোটো নায়্য যাত্রা’। বক্সিরহাটে ঢোকার পরই পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন অসমের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বোরা। দুদফায় যে যাত্রা হবে পশ্চিমবঙ্গে। অধীরের পাশে দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আপনাদের কথা স্মনতে এসেছি। আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। পশ্চিমবঙ্গের কর্মকর্তা এবং নেতারা আছেন। এত ভালোবাসার মাধ্যমে আমায় স্বাগত জানানোয় ধন্যবাদ। ভারত জোটো যাত্রার সঙ্গে আমরা নায়্য যুক্ত করেছি। কারণ দেশে অন্যায় হচ্ছে। বিজেপি এবং আরএসএস ঘৃণা ছড়াচ্ছে। হিংসা ছড়াচ্ছে। অন্যায় করছে। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করবে ইন্ডিয়া জোট।’’ যদিও রাহুলের পথের দুপাশে মানুষের ভিড় ছিল ব্যাপক। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জোটের কী দাঁড়ায!

দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন শ্রীলঙ্কার জলসম্পদ মন্ত্রী, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রয়াত হলেন শ্রীলঙ্কার জলসম্পদ মন্ত্রী সনং নিশান্টা মুতু হয়েছে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ আধিকারিকেরও গুরুতর আহত হয়েছেন মন্ত্রীর গাড়ির চালক। এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁরা। দ্বীপরাষ্ট্রটির একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন নিশান্টা। সংবাদ সংস্থা জিনহুয়া সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় রাত ২টো নাগাদ শ্রীলঙ্কার কলম্বো-কাতুনায়েকে এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিন কাতুনায়েকের থেকে কলম্বোর দিকে যাচ্ছিলেন সনং নিশান্টা। পুলিশ জানিয়েছে, সেই সময় একটি পন্যবাহী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁর জিপের। ঘটনার পর জলসম্পদ মন্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি তাঁকে। হাসপাতালেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যু হয়েছে তাঁর নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে গাড়ির চালকেরও। এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বলে রাধা ভাট্টে, শ্রীলঙ্কার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ছিলেন সনং নিশান্টা। ২০১৫ ও ২০২০ সালে পুত্ৰালাম বেশি থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এর পর মৃত্যু আগে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নিজের মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। নিশান্ট ইউনাইটেড পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়ন্স এবং পরে শ্রীলঙ্কা পোড়ুজানা পেরামুনার দলের সদস্য হয়েছিলেন।

মজা করতে গিয়ে বিদেশে হাজতবাস ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সামান্য একটু মজা, তার জন্য যে এত বড় পেসারত দিতে হবে, কে জানত! ইয়ার্কির ছলে বলেছিলেন, তিনি তালিবান সদস্য। যে বিমানে আছেন, সেটাই উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে! নিরাপত্তা সংস্থার কাছে সেই খবর পৌঁছেছিল ‘হমকি’ হিসেবে। তার পরেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ছাত্রের হাতে হাতকড়া পরাল স্পেনের পুলিশ। দু’রাত হাজতবাসের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। ঘটনাটি ২০২২ সালের হলেও তা প্রকাশ্যে এসেছে সম্প্রতি। আদিত্য বর্মা নামে ওই ছাত্র ব্রিটেনের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পড়ুয়া। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের জুলাই মাসে বন্ধুরের সঙ্গে স্পেনের মেনোকা আইল্যান্ডে ছুটি কাটতে যাচ্ছিলেন অদিত্য। ইঞ্জি জেটের একটু বিমানে উঠেছিলেন তাঁরা। বিমান তখন মাঝ-আকাশে, সেই সময় মজা করেই স্ল্যাপাট্যে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, ‘‘একটু পরেই বিমানটা উড়িয়ে দেব (আমি একজন তালিবান সদস্য)’’।গাউন্টকের ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক মারকত সেই মেসেজ ‘হাই অ্যালার্ট’ হিসেবে গিয়ে পৌঁছেছিল ব্রিটিশ নিরাপত্তা সংস্থার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের নিরাপত্তা সংস্থার তরফে খবর পাঁচানো হয় স্পেন কওপক্ষকে স্পেনের দু’টি ফাইটার জেট আদিতাদের ইঞ্জি জেট বিমানের পিছু ধাওয়া করে। মেনোকা আইল্যান্ডে অবতরণের পর চিক্রনি তল্লাশি চালানো হয় বিমানের ভিতর। তবে কোনও নোমা কিংবা বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। আদিতার হাতে হাতকড়া পরায় মাদ্রিদে পুলিশ। দু’রাত জেলে কাটানোর পর আদালতে তোলা হয় সে সময় ১৮ বছর বয়সি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্রকে।

অভিনব পথ নিরাপত্তা পালন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ২৫ জানুয়ারিঃ হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে এবং চতীতলা খানার সহযোগিতায় চতীতলার জুনাইয়ের পঞ্চবটি তলায় এক অভিনব পথ নিরাপত্তা পালন করা হলো। এই পথ নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুই শত জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। জনাই ট্রেনিং স্কুল এবং আইডিয়াল ইনস্টিটিউটের এর পক্ষ থেকে শিক্ষক উদ্ভীর তম্মায যোয গৌতম যোয ও অরিন্দম পাল পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও পথ নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেয়।পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সেত ড্রাইভ সেত লাইফ বিষয় উদ্ধৃত করে এক য়ালী পথ পরিগ্রহা করে ।

নাম পরিবর্তন
 আমি Shilpa V Khetan ৪রফে Shilpa VijayaKumar Khetan (পুরাতন নাম) পিতা Vijaya Kumar Khetan টিকানা ৭১, Jelia Para Lane, Golabari, P.O.- Salkia, Howrah-৭১১১০৬ কলকাতায় নেটটির পার্শ্বিক Dated ২৫-০১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shilpa Madhogia (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shilpa Madhogaria (নতুন নাম), Shilpa V Khetan এবং Shilpa Vijayakumar Khetan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
 আমি Phuleswari Saha (পুরাতন নাম) স্বামী Subash Saha টিকানা 222/223, Acharya Pratulla Chandra Road, P.O.- Shyambazar, Kolkata- 700004, West Bengal, India, কলকাতায় নেটটির পার্শ্বিক Dated ১২-০১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Phuleswari Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Phuleswari Saha (নতুন নাম) এবং Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
 আমি Salma Gazi (পুরাতন নাম) পিতা Mostack Almdh Gazi টিকানা Kowgachi Palta Para, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagatdal, Barrackpore, Pin-743127 কলকাতায় নেটটির পার্শ্বিক Dated ২৫-০১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Salma Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Salma Madhogaria (নতুন নাম), Salma Bibi (নতুন নাম), Salma Gazi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
 আমি Farid Mollick (পুরাতন নাম) পিতা Jamir Ali Mollick টিকানা Vill- Purba Saphkhal, P.O. & P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, India, আলিপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) নেটটির পার্শ্বিক, Dated ২৯-১১-২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Farid Mollick (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Farid Mollick (নতুন নাম) এবং Farid Mollick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
 আমি Suchi Seth (পুরাতন নাম) স্বামী Saurabh Seth টিকানা 20/18 Iswar Ganguly Street, P.O. & P.S.- Kalighat, Kolkata- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নেটটির পার্শ্বিক Dated ২৪-০১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suchi Poddar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suchi Poddar (নতুন নাম) এবং Suchi Seth (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
 আমি বিষয় লক্ষী দাল (old name) স্বামী তমাল কান্তি পাল টিকানা গ্রামঃ রামেশ্বরপুর, বড়এড়া, মুর্শিদাবাদ রঃ২ ১৩৮, পশ্চিমবঙ্গ, ফার্স্ট ক্লাস জুটিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বোলপুর, বীরভূম জেলা এবং Affidavit দ্বারা বিজয় লক্ষী ডেমিক (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. ১২২৭/ ২৪ dated ২০।০১। ২০২৪। বিজয় লক্ষী পাল এবং বিজয় লক্ষী ডেমীক একই ব্যক্তি।

Name Change
 I, Sudhir Chakraborty S/o Krishna Chandra Chakraborty R/o 4A, Sarodamani Road, Bose Pukur North, P.O.- Nabagram, P.S.- Uttarpara, Dist.- Chandannagar, Pin-712246 shall henceforth be known as Subir Chakraborty. I declare that Subir Chakrabortyand Sudhir Chakraborty is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-01-2024.

Name Change
 I, Abhijit Bhowmick S/o Ranjit Kumar Bhowmick R/o 332, Radindra Pally, Kheyaghat Pally, 24 Pgs (N), Pin-700102, W.B., India shall henceforth be known as Avijit Bhowmick. I declare that Avijit Bhowmick and Abhijit Bhowmick is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-01-2024.

Name Change
 I , KADER SEKH @ SK ABDUL KADER S/O - SK Rejabul @ Re-jaul Sekh resident Of Vill- Taktipur, P.O.- Bahabpur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as ‘KADER SK’ wide an affidavit befor the Notary Public at Purba Bardhaman on 25/01/2024

Name Change
 I, Previously Called KAIFUS SAHAR NEYAZ w/o.Shanul Haque. R/o, 800A/7A, Topsis Road. Kolkata - 700039(W.B.) I, Have Changed My Name as.KAI-FUS SAHAR. So That KAIFUS SAHAR NEYAZ and KAIFUS SAHAR both are same and one identical person. not a different persons. By The Notary public af-fidavit Kolkata on- 22/01/2024.

উল্লেলের স্পিনিং পিচে অশ্বিনদের দাপটে ইংল্যান্ড শেষ ২৪৬ রানে

হায়দরাবাদ, ২৫ জানুয়ারিঃ হায়দরাবাদ টেস্টের প্রথমদিনই চালকের আসনে ভারতীয় দল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজামের শহরে প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে তারা করল ২৪৬ রান। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরেই হুদুমড়িয়ে তেঙে পড়ে অতিথি দলের ব্যাটিং লাইনআপ। হায়দরাবাদের উল্লল স্টেডিয়ামের পিচ যে স্পিন সহায়ক, সেটি খেলার প্রথম দিনেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ভারতের দুই পেসারদের মধ্যে যশপ্রীত বুমরা দুই উইকেট নিয়েছেন। যদিও মহম্মদ সিরাজের বুলি শূন্য। ভারতের তিন স্পিনারই ম্যাচে ছড়ি ঘুরিয়েছেন। রবীন্দ্র জাদেজা তিন উইকেট নিয়েছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিনও তাই, তাঁর তিনটি উইকেটও ব্রিটিশ ব্যাটিং গুরুত্ব শেষ করে দিয়েছে। পাশাপাশি বাহাতি অখোডক্স বোলার অক্ষর প্যাটেলের শিকার দুই উইকেট। টসে জিতে অচেনা



পরিবেশে ইংল্যান্ড ব্যাটিং নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। তারা চেয়েছিল শুরু থেকে ম্যাচের রাশ ধরে রাখতে। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের দাপটে বৃহস্পতিবার তারা সমস্যায় পড়ে গিয়েছে। ম্যাচের প্রথম ১২ ওভার পেসাররা



করলেও পরে স্পিনাররা এসে ট্রাস সৃষ্টি করেছেন। ব্রেক-ব্রু ঘটিয়েছেন অজিত স্পিনার অশ্বিন, তিনি ফিরিয়েছেন ওপেনার বেন ডাকেটকে (৩৫)। তারপর অন্য ওপেনার ওলি পোপকে (১) ফিরিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

ইংল্যান্ডের বাকি ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান করেছেন অধিনায়ক বেন স্টোকস। তিনি ৭০ রানে শেষমেশ বুমরার বলে বোল্ড হয়েছেন। পাশাপাশি জো রুট (২৯), জনি বেয়ারস্টোকে (৩৭) ফিরিয়েছেন যথাক্রমে জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল। ম্যাচের এক ঘণ্টার মধ্যেই এদিন নজির সৃষ্টি হয়েছে। ইনিংসের ১৬তম ওভারে অশ্বিন জ্যাক ক্রলিকে আউট করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫০টি উইকেটের নজির গড়েছেন। তিনি ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এই নজির গড়লেন। আর ইংল্যান্ডের জো রুট চার হাজার রান করলেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে, এটিও বিশেষ এক রেকর্ড। এদিন জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারত ১ উইকেটে ১১৯ রান তোলে। রোহিত ব্যক্তিগত ২৪ রানে আউট হওয়ার পর ক্রিজে আছেন যশসী জয়সোয়াল (৭৬) এবং শুভন গিল (১৪)।

ফাইনালের আগে আরও শক্তি বাড়চ্ছে ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ রবিবার আইএসএল ফাইনাল। তার আগে আরও শক্তি বাড়চ্ছে ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল আর ট্রফির মাঝখানে এখন ব্যবধান মাত্র একটা ম্যাচ। ১২ বছর হয়ে গিয়েছে জাতীয় পর্যায়ে কোনও সাফল্য নেই ইস্টবেঙ্গলের। ২০১২ সালে শেষ বার ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এরপর কলকাতা লিগ ছাড়া ক্যাবিনেটে আর কোন ট্রফি ঢাকেনি। লাল হলুদ সমর্থকরাও ট্রফির আশায় মুখিয়ে আছেন। এ বছরই ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের কাছে ফাইনালে হারতে হয় লাল হলুদকে। ট্রফি জয় স্বপ্ন অধরাই থাকে। সুপার কাপে আবারো একটি সুযোগ কার্লোস কুয়াড্রাতের দলের কাছে। কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের লক্ষ্যে স্থির লাল-হলুদ শিবির। রবিবারের মেগা ফাইনালের আগে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে শক্তি আরও বাড়ছে। দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলার যোগ দিচ্ছেন দলে। জাতীয় দল থেকে ফেরা নাগরম মহেশ আর লালচুনুঙ্গা যোগ দিচ্ছেন স্কোয়াডে। এশিয়ান গেমসে দেশের হয়ে খেলার জন্য কাতারে ছিলেন মহেশ আর নুঙ্গা।



কলকাতায় আছেন এই দুই ফুটবলার। শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল শিবিরে যোগ দেবেন মহেশ আর লালচুনুঙ্গা। দুরন্ত ছন্দে থাকা ক্রেন্টন ডেলোয়ি ফুটবল মিনি লিগের এই তালিকায় ২০১৭-১৮ মরসুমের পর প্রথমবার শীর্ষে উঠল রিয়াল। আগের মরসুমের তুলনায় ১১ কোটি ৮০ লাখ ইউরো আয় বাড়িয়ে ২০২২-২৩ মরসুমে রেকর্ড ৮৩ কোটি ১০ লাখ ইউরো আয় করেছে ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। রিয়াল গত মরসুমে লা লিগা জিততে পারেনি। সীটির কাছে হেরে ছিটকে পড়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনাল থেকেও। তবু তাদের আয় বাড়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছে খুচরো বিক্রি। দর্শক উপস্থিতি ও করোনা মহামারির পর পৃথপাষক প্রতিষ্ঠান থেকে ঘাটতি পুঞ্জিয়ে নিয়েছে রিয়াল। গত মরসুমে ‘ট্রেবল’ সীটির অবস্থান রিয়ালের পরেই। পেপ গার্ডিওলার দল গত মরসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে। ২০২২-২৩ মরসুমে রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে ম্যানচেস্টারের ক্লাবটি-৮২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। তবু রিয়ালকে ধরতে পারেনি ক্লাবটি। সম্প্রচার খাত থেকে ৫ কোটি ইউরো রাজস্ব

বঞ্চনার জবাব সরফরাজের ব্যাটে

আমেদাবাদ, ২৫ জানুয়ারিঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে রান উপচে পড়ছে তাঁর ব্যাট থেকে। সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করে যাচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় টিমের দরজা আর খোলেনি। ২৬ বছরের মুম্বইআর সরফরাজ খান কবে সুবিচার পাবেন? কবে শেষ হবে বঞ্চনার? এ প্রশ্ন আবার রেখে গেলেন সরফরাজ। উত্তর পাবেন? সরফরাজের বদলে ভারতীয় টিমে বিরাটের বিরুদ্ধে হিসেবে জায়গা পেয়েছেন রজত পাতিদার। কিন্তু ধামতে শেখেনি সরফরাজ। আবার বলসে উঠলেন। আহমেদাবাদে ইংল্যান্ডের এ টিমের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলছে ভারতীয় এ টিম। দক্ষিণ আফ্রিকার পর ভারতীয় এ টিমে আবার সুযোগ পেয়েছেন সরফরাজ। প্রথম ম্যাচে ৪ ও ৫৫ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম ইনিংসেই ষোড়ো সেঞ্চুরি করে ফেললেন সরফরাজ। ৮৯ বলে করেছেন সেঞ্চুরি। মেরেছেন ১১টা চার ও ৪টে ছয়।

লিগ কাপ ড্র করেও ফাইনালে লিভারপুল

লন্ডন, ২৫ জানুয়ারিঃ লিগ কাপ ফাইনালে প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হলো চেলসির। গতকাল রাতে ক্রান্ডল কটেজে লিগ কাপের সেমিফাইনালে ফিরতি লেগে ফুলহামের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে লিভারপুল। দুই লেগ মিলিয়ে ৬-২ গোলের জয়ে ফাইনালে উঠল ইয়ুর্গেন রুপের দল। ওয়েম্বলিতে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে মুখোমুখি হবে চেলসি ও লিভারপুল। ২০২২ সালেও লিগ কাপের ফাইনালে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে জিতেছিল লিভারপুল। আনফিল্ডে প্রথম লিগ ২-১ গোলে জিতেছিল লিভারপুল। এক গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ফিরতি লেগে মাঠে নেমে ১১ মিনিটেই গোল পেয়েছে রুপের দল। বাতাসে ভেসে আসা বল নিন্সল্বে নিয়ে নিচু শটে ফুলহাম গোলকিপার বার্নড লেনোকে পরাভূত করেন লুইস দিয়াজ। এর আগে ম্যাচে ২ মিনিটের মাথায় গোলের সুযোগ নষ্ট করেন কলম্বিয়ান তারকা। ৯ মিনিটে ফুলহামও গোলের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু হোয়াও পালিনিয়ার ভলি পোস্টের ওপর দিয়ে যায়। ম্যাচে প্রায় অধঃঘণ্টার মাথায় বল আরেকবার ফুলহামের জালে পাতিয়েছিলেন দিয়াজ। দারউইন নুনিয়েজ



অফসাইড হওয়ায় গোলটি বাতিল হয়। বিরতির পরও গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে দুই দল। ৭৬ মিনিটে ইসা দিওপের গোল থেকে ম্যাচে সমতায় ফেরে ফুলহাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়েও দুই লেগ মিলিয়ে সমতায় ফিরতে পারেনি তারা। এই জয়ে লিগ কাপে ১৪তম বারের মতো ফাইনালে উঠল লিভারপুল। আর কোনও দল এই টুর্নামেন্টে এবার ফাইনালে উঠতে পারেনি। লিগ কাপে সর্বোচ্চ ৯ বার শিরোপা জেতা দলও লিভারপুল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ টেবিলের শীর্ষে লিভারপুল। এফএ কাপ ও ইউরোপা লিগ জয়ের সুযোগও আছে ক্লাবটির সামনে। লিগ কাপে চেলসির বিপক্ষে ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে ফুলহাম। লিভারপুল এর মধ্যে খারাপ খবরও পেয়েছে। আফ্রিকান নেশনস কাপে মিসরের হয়ে চোট পেয়েছিলেন মোহাম্মদ সালাহ। ধারণা করা হচ্ছে, লিভারপুলের এই তারকা ফরোয়ার্ডকে অন্তত তিন থেকে চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে ‘মানি লিগ’-এ শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

লন্ডন, ২৫ জানুয়ারিঃ ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে ২০২২-২৩ মরসুমে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান ডেলয়েট ফুটবল মানি লিগের এই তালিকায় ২০১৭-১৮ মরসুমের পর প্রথমবার শীর্ষে উঠল রিয়াল। আগের মরসুমের তুলনায় ১১ কোটি ৮০ লাখ ইউরো আয় বাড়িয়ে ২০২২-২৩ মরসুমে রেকর্ড ৮৩ কোটি ১০ লাখ ইউরো আয় করেছে ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। রিয়াল গত মরসুমে লা লিগা জিততে পারেনি। সীটির কাছে হেরে ছিটকে পড়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনাল থেকেও। তবু তাদের আয় বাড়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছে খুচরো বিক্রি। দর্শক উপস্থিতি ও করোনা মহামারির পর পৃথপাষক প্রতিষ্ঠান থেকে ঘাটতি পুঞ্জিয়ে নিয়েছে রিয়াল। গত মরসুমে ‘ট্রেবল’ সীটির অবস্থান রিয়ালের পরেই। পেপ গার্ডিওলার দল গত মরসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে। ২০২২-২৩ মরসুমে রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে ম্যানচেস্টারের ক্লাবটি-৮২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। তবু রিয়ালকে ধরতে পারেনি ক্লাবটি। সম্প্রচার খাত থেকে ৫ কোটি ইউরো রাজস্ব

আয় এবং বাণিজ্যিক খাত থেকে ২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো রাজস্ব সীটির গত মরসুমের আয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। ৮০ কোটি ২ লাখ ইউরো আয় করে এবারই প্রথম মানি লিগের শীর্ষ তিনে উঠে এসেছে ফ্রান্সের ক্লাব পিএসজি।



বার্সেলোনা এর আগে সর্বশেষ মানি লিগে সাতে থাকলেও এবার মোট ৮০ কোটি ইউরো আয় করে চারে উঠে এসেছে। ভক্তদের গ্যালারিতে ফেরার পাশাপাশি লাইসেন্সিং এবং মার্চেন্ডাইজিং থেকেও বেশ ভালো পরিমাণ রাজস্ব আয় করেছে বার্সা। মানি লিগে জায়গা করে নেওয়া ক্লাবগুলোর আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম বাণিজ্যিক খাত। ২০১৫-১৬ মরসুমের পর এবারই এই খাত

থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে ক্লাবগুলো। তবে করোনার জন্য ২০১৯-২০ মরসুম এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তালিকায় শীর্ষ ২০টি ক্লাবের মধ্যে ১৭টি ক্লাবেরই প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে বাণিজ্যিক খাত থেকে আয় বেড়েছে। এর পেছনে অবলান খুচরো বিক্রিবাটায় অগ্রগতি, যে দিন খেলা থাকলে না সেই দিনগুলোতে বিভিন্ন ইভেন্ট থেকে আয় এবং স্পন্সরশিপ। ডেলয়েট স্পোর্টস বিজনেস গ্রুপের নেতৃত্বস্থানীয় অসীদার টিম ব্রিজ বলেছেন, “মানি লিগে জায়গা করে নেওয়া ক্লাবগুলোর জন্য আরেকটি রেকর্ড-ভাঙা বছর। এতে বোঝা যায়, ফুটবল শিল্পের আর্থিক শক্তি

কতটা। বিশেষ করে সরাসরি সম্প্রচার হওয়া ম্যাচের চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিক খাত এবং ম্যাচের দিন আয়ের কারণটা বোঝা যায়। ক্লাবগুলো এখন আর শুধু সম্প্রচার খাত থেকে অর্জিত আয়ের ওপর নির্ভর করছে না। নিজেদের আর্থিক সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে তারা যে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করেছে, সেগুলো বাণিজ্যমুখী। এর আগে সর্বশেষ (২০২১-২২ মরসুম) মানি লিগে তৃতীয় ছিল লিভারপুল। এবার শীর্ষ ২০টি ক্লাবের মধ্যে সবেচ পতন হয়েছে আনফিল্ডের ক্লাবটির। সাতে নেমে গেছে লিভারপুল। ডেলয়েট জানিয়েছে, ২০২১-২২ মরসুমে ৬৯ কোটি ৪৭ লাখ আয় করেছিল লিভারপুল। এবার আয় কমে দাঁড়িয়েছে ৬৯ কোটি ৪২ লাখ ইউরো। মাঠের পারফরম্যান্স লিভারপুলের আয় কম কমে যাওয়ার প্রধান কারণ বলে জানিয়েছে ডেলয়েট। প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থেকে গত মরসুম শেষ করেছিল লিভারপুল। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকেও ছিটকে পড়ে ইয়ুর্গেন রুপের দল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চতুর্থ স্থান থেকে এবার একধাপ নেমে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। তবে সর্বশেষ মরসুম থেকে এবার বেশি রাজস্ব আয় করেছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি।

বিশ্বের এক নম্বর রোহন বোপান্না অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারিঃ কে বলবে তাঁর বয়স ৪৩! কোর্টে নামলেই যেন এক ধাক্কা ‘বুডো’ রোহন বোপান্না হয়ে যান একেবারে তরুণ তুর্কি। আর বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা হওয়ার পর যেন ভারতীয় তারকা রয়েছেন আলাদাই মেজাজে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের খেলাবটা এ বার যেন নিজেই ছাড়বেন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন বোপান্না। রড লেভার এরিনায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে অবাছাই টমাস মাচাচ ও বিরোন ঝাংকে হারিয়েছেন বোপান্না ও তাঁর সঙ্গী ম্যাথিউ এবডেন। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই রোহন বোপান্না ও ম্যাথিউ এবডেন। তাঁরা বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে অবাছাই টমাস মাচাচ ও বিরোন ঝাংকে ৬-৩, ৬-৬, ৭-৬ (১০-৭) ব্যবধানে হারিয়েছেন। পুরো ম্যাচজুড়ে ইন্দো-অজি জুটির দাপট ছিল দেখার মতো। টেনিস কোর্টে বোপান্না ও এবডেনের রসায়ন বরাবরই থাকে দেখার মতো। আজ, বৃহস্পতিবারও তেমনটাই দেখা গেল। সেমিফাইনালে প্রথম সেটে



দাপটের সঙ্গে জিতলেও, দ্বিতীয় গেমে হেরে যান বোপান্না। এরপর তৃতীয় সেট গড়ায় টাই ব্রেকারে। সেখানে ১০-৭ ব্যবধানে জিতে ফাইনালের টিকিট পান বোপান্না ও তাঁর সঙ্গী ম্যাথিউ। এই ইন্দো-অজি জুটি এই নিয়ে পরপর দু’টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন। ২০২৩

সালেও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু খেতাব অধরাই ছিল। এর আগে পুরুষদের ডাবলসে দু’বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন রোহন বোপান্না। আর এই প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠলেন রোহন বোপান্না।

আইএসএলে পর পর ২ মাসে দুটো ডার্বি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ অনেক দিন পর মরসুমে মোট পাঁচটা ডার্বিতে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপে গ্রুপ লিগ ও ফাইনালে একে অপরের বিরুদ্ধে নেমেছিল দুই প্রাণ। স্কোরলাইন ছিল ১-



১। কলিঙ্গ সুপার কাপে আবার মোহনবাগানকে হারিয়েছে আইএসএলের প্রথম ডার্বি। আইএসএলের ফিরতি ডার্বি ১০ মার্চ। সঙ্গে ৭টা থেকে মুম্বাইরাতীতে ম্যাচ।

ফেডারেশন। আগামী দু’মাসে দুটো ডার্বি দেখতে পাবে ভারতীয় ফুটবল। আইএসএলের প্রথম ডার্বি হওয়ার কথা ছিল গত বছর ২৮ অক্টোবর। কিন্তু রাজ্য সরকারের ছুটি থাকায় এবং পর্যাণ্ড পুলিশের অভাবে সেই ডার্বি পিছিয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি ৩ ফেব্রুয়ারি আইএসএলের প্রথম ডার্বি। আইএসএলের ফিরতি ডার্বি ১০ মার্চ। সঙ্গে ৭টা থেকে মুম্বাইরাতীতে ম্যাচ।

বক্সিংকে বিদায় জানাইনি গুণ্জন উড়িয়ে মুখ খুললেন মেরি কম

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারিঃ ‘আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। আমি এখনও অবসর নিইনি’ হঠাৎ করেই ছ’বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেরি কমের অবসরের খবর চাউর হয়েছিল। একাধিক রিপোর্ট মারফত জানা গিয়েছিল, গ্লাভসজোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ২০১২ সালে অলিম্পিকে পদকজয়ী মেরি কম। সত্যি কি তিনি বক্সিং রিংকে বিদায় জানিয়েছেন? এ বার মেরি সে বিষয়ই পরিষ্কার করলেন। সংবাদসংস্থা পিটিটিআইকে ভারতীয় তারকা বক্সার মেরি কম এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে মণিপুরের তারকা মেরি বলেছেন, “মিডিয়ায় প্রিয় বন্ধুরা, আমি এখনও অবসর নিইনি। আমার বক্তব্যকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যখনই আমি অবসর নেব ভাবব, তা মিডিয়ার সামনেই ঘোষণা করব। আমি বেশ



হঠাৎ কী ভাবে মেরি কমের অবসরের খবর ছড়িয়ে পড়ল? ভারতীয় বক্সার মেরি কমের বয়স এখন ৪১। দীর্ঘদিন তাকে রিং কাঁপাতে দেখা যায়নি। এখনও মেরি কমের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে তৈরি। এরই মাঝে শোনা গিয়েছিল মেরি কম জানিয়েছেন,

তিনি বয়সের কারণে অবসর ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মেরি কম জানান, তিনি নিজের অবসরের কথা বলেননি। ভারতীয় বক্সার মেরি কম জানিয়েছেন, আসলে তিনি ২৪ জানুয়ারি ডিভ্রগাড়ে একটি স্কুলের ইভেন্টে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে মেরির অবসর সংক্রান্ত প্রসঙ্গ উঠেছিল। মেরি বলেন, “আমি ২৪ জানুয়ারি ডিভ্রগাড়ে একটা স্কুল ইভেন্টে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে বাচ্চাদের মোটিভেট করার সময় আমি বলেছিলাম যে, আমি এখনও ক্ষুধার্ত। কিন্তু বয়সের কারণে অলিম্পিকে আমি আর খেলতে পারব না। আমি অবশ্য খেলা চালিয়ে যেতেই পারি। এখনও আমি নিজের ফিটনেসের দিকে মনযোগ দিই। যখন আমি অবসর নেব, সকলকেই জানিয়ে দেব।”

সুচিকিংসা

২৬ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১ জানুয়ারি ২০২৪

হৃদয়ের মেরামতি

- ক্যান্সার, ভয়, মানসিক চিন্তা...
- মহিলা এবং ক্যান্সার - কিছু সহজ সত্যকতা...
- জরায়ু ক্যান্সার প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ প্রণয়
- তামাক ও ভারতীয় সমাজের জন্য অভিশাপ
- হার্টের ভালবের সমস্যায় হৃদরোগ
- খাদ্যনালীর ক্যান্সার চিকিৎসায়...
- নতুন বছরে আপনার হার্টের যত্নগা ভুলে যান
- হার্টের অসুখ প্রতিরোধে সার্বিক সত্যকতা
- হৃদরোগের রিস্ক ফ্যাক্টর
- হৃদয়ের মেরামতি করতে খাদ্যাভ্যাস

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন